রাঁচি, সোমবার

27:11:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>048 >>10 Ograhyon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com

পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৪৮ >> << ১০ই, অগ্রহায়ণ ১৪৩০>>

যানবহরে অগ্নিকাণ্ডের পর মিয়ানমার সীমান্তের কাছে চীনের সামরিক মহড়া

নেপিদো ঃ চীনের সামরিক বাহিনী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বলছে, তারা শনিবার থেকে মিয়ানমারের সঙ্গে সীমান্তের নিজেদের অংশে যুদ্ধ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিবেশী দেশটিতে পণ্য পরিবহন করে নিয়ে যাওয়া একটি ট্রাক বহর আগুনের শিখায় ভস্মীভূত হওয়ার একদিন পর এ বিষয়টি জানাল চীন। এ ঘটনাটিকে মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে বিদ্রোহীদের হামলা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এটি এমন সময় এলো যখন চীন নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। চীনের প্রতিনিধি মিয়ানমারের রাজধানীতে শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে সীমান্তে স্থিতিশীলতা আনার বিষয়ে আলোচনা করেন। সাম্প্রতিক সময়ে এই দুই দেশের সম্পর্কে কিছুটা টানাপোড়েন দেখা দিয়েছে, যা খুবই বিরল ঘটনা। চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মির পাঁচ বাহিনীর অন্যতম, দ্য সাউদার্ন থিয়েটার কমান্ড উইচ্যাট মেসেজিং অ্যাপে জানিয়েছে, এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য হল বাহিনীর সেনাদের (জরুরি পরিস্থিতিতে) দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া, সীমান্ত অবরুদ্ধ করা ও সরাসরি হামলা চালানোর সক্ষমতা যাচাই করা।

বাজার দর

SENSEX : 65970.04 -47.77
NIFTY : 19794.70 -7.30

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
2600 °c	12.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.01 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06.10 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

এইচএসসির ফলপ্রকাশ, পাসের হারে এগিয়ে মেয়েরা

ঢাকা ঃ চলতি বছরের বাংলাদেশের উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হয়েছে আজ রোববার। এ বছর মেয়েদের পাসের হার ছেলেদের তুলনায় তিন দশমিক ৮১ শতাংশ বেশি। সকাল সোয়া ১০টায় গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ফলাফল হস্তান্তর করেন বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানরা। এসময় শেখ হাসিনা বলেন, এসএসসি ও এইচএসসিতে ছেলেরা কেন মেয়েদের তুলনায় পিছিয়ে যাচ্ছে, সেটা খুঁজে বের করতে হবে। বলেন, 'দেখা যাচ্ছে যে এ বছর ছাত্রীদের পাসের হার একটু বেশি। এটার জন্য ধন্যবাদ। কারণ সবসময় আমাদের শুনতে হয় জেন্ডার ইকুয়্যালিটির কথা। এখন তো উল্টো হচ্ছে। এ বছর সামগ্রিক পাসের হারে এগিয়ে বরিশাল বোর্ড আর পিছিয়ে চট্টগ্রাম। ঢাকা বোর্ডে পাসের হার ৭৯ দশমিক ৪৪ শতাংশ, বরিশাল বোর্ডে ৮০ দশমিক ৬৫ শতাংশ, চট্টগ্রামে ৭৩ দশমিক ৮১ শতাংশ। কুমিল্লা বোর্ডে পাশের হার ৭৫ দশমিক ৩৪ শতাংশ ও রাজশাহী বোর্ডে ৭৮ দশমিক ৪৫ শতাংশ বলে জানা গেছে। এ বছর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১১টি শিক্ষা বোর্ডের দুই হাজার ৬৫৮টি কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী ছিলেন ১৩ লাখ ৫৯ হাজার ৩৪২ জন। এর মধ্যে ছাত্র ছয় লাখ ৮৮ হাজার ৮৮৭ জন ও ছাত্রী ছয় লাখ ৭০ হাজার ৪৫৫ জন। ২০২২ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় গড় পাসের হার ছিল ৮৫ দশমিক ৯৫ শতাংশ।

সীমান্তে কড়াকড়িতে জার্মানিতে অনিয়মিত অভিবাসন কমেছে

বার্লিন ঃ পোল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র এবং সুইজারল্যান্ডের সীমান্তে নিয়ন্ত্রণ আরোপের পর জার্মানিতে নিয়মিত অভিবাসনের হার ৪০ শতাংশ কমেছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে গণমাধ্যম। জার্মান সংবাদমাধ্যম ভেল্ট আম সনটাগ এ বিষয়ে তথ্য জানতে চেয়ে যোগাযোগ করেছিল ফেডারেল পুলিশের সঙ্গে। পুলিশ জানিয়েছে, অক্টোবর ১৬ তারিখের পর থেকে দিনে ৩০০টিরও কম অনিয়মিত সীমান্ত প্রবেশের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে তারা। এর আগের ৩০ দিনে এই সংখ্যা ছিল দিন ৭০০ এর কাছাকাছি। অক্টোবর ১৬ এর আগের ৩০ দিনে এই তিন দেশ এবং অস্ট্রিয়া সীমান্তে মোট ১৮ হাজার ৪৯২ অনিয়মিত প্রবেশের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। অস্ট্রিয়া সীমান্তে ২০১৫ সাল থেকেই নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। অন্যদিকে অক্টোবর ১৬ এর পর থেকে ৩০ দিনে মোট অনিয়মিত প্রবেশের সংখ্যা ৪০ শতাংশ নেমে দাঁড়িয়েছে ১১ হাজার ২৯ জনে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ন্যান্সি ফেসার গত মাসে ইউরোপীয় কমিশনকে তিন সীমান্তে নিয়ন্ত্রণ আরোপর কথা জানিয়েছিলেন। এরপর থেকে নিয়ন্ত্রণের সময়সীমা বেশ কয়েকবার বাড়ানো হয়েছে। সাক্সনি রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরমিন শুস্টার ভেল্ট আম সনটাগকে বলেছেন, এই সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ 'প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছে'।

মনোরঞ্জনে ভিন্ন স্বাদ আনছে অতিকায় কুকুর

প্যারিস ঃ দুই বিশালাকার পুতুল যে মানুষকে কতটা মুগ্ধ করতে পারে, ফ্রান্সের এক গোষ্ঠী তা দেখিয়ে দিচ্ছে। অনেক মানুষের পরিশ্রম ও দক্ষতার কল্যাণে ছোটবড় সব বয়সের মানুষ আমোদ পাচ্ছে।

অ্যান্টওয়ার্প শহরের পুলিশ সতর্কতা জারি করে জানিয়েছে, যে দুটি বিশাল খামখেয়ালি কুকুর একটি এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটির নাম সোলো, জাতে মেক্সিকান হেয়ারলেস ডগ। আজটেক জমানার কুকুর দেবতার কারণে সেটি পরিচিত। দ্বিতীয়টির নাম বুল মাশ্যাঁ। জাতে ইংলিশ বুলডগ। একেবারে চেহারার সঙ্গে মানানসই জোরালো ব্যক্তিত্ব। দৈর্ঘ্যে সাড়ে চার মিটার, উচ্চতা প্রায় তিন মিটার, ওজন প্রায় ৯০০ কিলো। ১৯৭৯ সালে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত পথ নাটকের দল 'রয়াল দ্য লুক্স' এই দুই চরিত্রের ঠিকানা। শিল্পীদের এই দল গোটা বিশ্বে প্রায় দেড় হাজার শো করেছে। বিশাল পুতুলগুলি আসলে পিচবোর্ড ও কাঠ দিয়ে তৈরি। রয়েল দ্য লুক্সের প্রতিষ্ঠাতা জঁলুক কুর্কুল বলেন, ''দেখতে মোটেই সুন্দর নয়। চেহারা মোটা, মুখ থেকে লালা বের হচ্ছে। সিগার খায়। অনেক বেমানান কাজ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে একেবারে ডার্লিং।''

সেই কুকুর চালাতে ২৯ জন করে লোক লাগে। গালিভার ট্রাভেলস গল্পের ক্ষুদ্র লিলিপুটদের অবলম্বনে সেই পেশার নাম রাখা হয়েছে। কুর্কুল বলেন, ''এটা অনেকটা নৌকার মতো। কেউ দড়ি টানে, কেউ মাস্তুল সামলায়, বিভিন্ন অংশ চালনা করে। সবকিছুর মধ্যে নিখুঁত সমন্বয়ের প্রয়োজন।''

লিলিপুট কর্মীরা যাতে পুরোপুরি নিজেদের কাজের প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন, সেটা নিশ্চিত করতে শোয়ের সময়ে তাদের বিরক্ত করা বা তাদের সঙ্গে কথা বলা নিষেধ। জঁলুক কুর্কুল মনে করিয়ে দেন, ''টিম তাদের চরিত্রের সঙ্গে এত নিবিড়ভাবে কাজ করে. যে সদস্যরা সেই কুকুরকে মানুষের মতোই ভালোবাসেন। কিছুদিন পর মুগ্ধতা বিশুদ্ধ ভালোবাসায় পরিণত হয়।'' সেই মুগ্ধতা দর্শকদের উপরও ছেয়ে যায়। বেলজিয়ামের বন্দর শহরের পথে বিশালাকার কুকুরগুলিকে দেখতে প্রায় সাত লাখ ষাট হাজার মানুষ এসেছেন। রয়াল দ্য লুক্সের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে জঁলুক কুর্কুল তাঁর দৈত্যাকার কুকুরগুলি অ্যান্টওয়ার্প শহরে নিয়ে এসেছেন। তিন দিন ধরে শহরটিকে দৈত্যাকার চরিত্রগুলির জন্য প্রস্তুত করতে বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। জানুয়ারি মাসেই পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল। সোলো ও বুল মাশ্যাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এমনকি কয়েকটি বাস স্টপও স্থানান্তরিত করতে হয়েছিল। অ্যান্টওয়ার্পের ডেপুটি মেয়র নাবিলা আইৎ দাউদের মতে, সেই উদ্যোগ সার্থক হয়েছে। তিনি বলেন, ''দৈত্যাকার কুকুরদুটিকে অ্যাঃটওয়ার্পে আনতে আমাদের বাজেট ছিল প্রায় দশ লাখ ইউরো। তবে সেই অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক বেশি। বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকালে সেই প্রভাব বোঝা যায়। বড়রাও মুগ্ধ। ফলে আমরা সত্যি খুশি।'' একটি বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অ্যান্টওয়ার্প শহর রয়াল দ্য লুক্সের পরবর্তী সফরের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে।

জাপানে বছরের প্রথম বার্ড ফ্লু শনাক্ত, হত্যা করা হবে ৪০ হাজার পাখি

টোকিওঃ চলতি মৌসুমে জাপানের দক্ষিণাঞ্চলীয় একটি পোল্ট্রি খামারে এইচ৫ টাইপ বার্ড ফ্লুর প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়েছে। দেশটির সরকারি সম্প্রচার মাধ্যম এনএইচকে এই তথ্য জানিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কৃষি মন্ত্রকের কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে এনএইচকে জানায়, সাগা প্রদেশের স্থানীয় সরকার খামারে থাকা প্রায় ৪০ হাজার পাখি হত্যা করতে যাচ্ছে। তথ্যের সত্যতা জানার জন্য মন্ত্রকের কর্মকর্তাদের কাউকে দপ্তরের সময়ের বাইরে পাওয়া যায়নি। এনএইচকে আরও জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা ভাইরাসের বিস্তার রোধে করণীয় কি হতে পারে তা নিয়ে আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। প্রতিবেদনে বলা হয়, শুক্রবার খামারে কিছু হাঁসমুরগি মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এরপরই জিনগত পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাসটিকে শনাক্ত করা হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অত্যন্ত সংক্রামক এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে লক্ষ লক্ষ পাখিকে মেরে ফেলা হয়। জাপানেই গত মৌসুমে ১ কোটি ৭৭ লাখ হাঁসমুরগি হত্যা করতে হয়েছে। কর্তৃপক্ষকে সর্বোচ্চ সতর্কতা নিতে বলা হয়েছে।

চতুর্থ শ্রেণিতেই কি শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা উচিত?

বার্লিন ঃ বলছি জার্মানির কথা। ইউরোপের কেন্দ্রের উন্নত দেশটির শিক্ষা ব্যবস্থায় চতুর্থ শ্রেণিতেই মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যায় একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ। এই ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্কও অনেক।

জার্মানিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় মূলত চতুর্থ শ্রেণি অবধি। সেই শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল সেদিন। ক্লাস টিচারের দাবি, অংকে 'কিছুটা দুর্বল' সে। মাসখানেকের মধ্যে সেই দুর্বলতা কাটাতে না পারলে জার্মানিতে সবচেয়ে মেধাবীদের স্কুল হিসেবে পরিচিত 'গিমনাজিউমে' যাওয়া সহজ হবে না তার পক্ষে।

বিষয়টি নিয়ে খানিকটা দুশ্চিন্তা রয়েছে ছোট্ট শিশুটির মনে। তার পরিবারের সদস্যরাও চিন্তিত। কিন্তু বাসায় এক পরীক্ষায় দেখা গেল, চতুর্থ শ্রেণির সবচেয়ে কঠিন অংকগুলোও শিশুটি অবলীলায় করে ফেলছে! কিন্তু শ্রেণীকক্ষে সম্ভবত কোনো এক অজানা কারণে সে কিছুটা ধীর আচরণ করে এবং জানা অংকও কখনো কখনো ভুল করে বসে। শিশুটির মানসিক অস্থিরতা আমি বুঝতে পারি। সে নিজেই কয়েকবার বলেছে, এত তাড়াতাড়ি কেন আমি কোন মাধ্যমিক স্কুলে যাবো সেটা ঠিক করতে হবে। এই ব্যবস্থা ভালো না। আরেকটু সময় দিলে কী হয়! ভবিষ্যত মাধ্যমিক স্কুল নিয়ে দুশ্চিন্তা তার একার নয়। কয়েক বছর আগে এক গবেষণায় দেখা গেছে, জার্মানিতে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়া অনেক শিশুই প্রচণ্ড চাপে থাকে। ভবিষ্যতে কোন স্কুলে যেতে পারবে সেই চাপে শিশুদের রাতে ঘুম হয় না ঠিকমতো, মনোযোগে বিঘ্ন ঘটে। অবস্থা এমন যে অনেক শিশুর এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিতে হয়। জার্মানির স্কুল ব্যবস্থা অনেকটাই দেশটির ১৬টি রাজ্যের নিজস্ব নিয়মনির্ভর। তবে মোটাদাগে তিন ধরনের মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে দেশটিতে। এখানে চতুর্থ শ্রেণিতেই নির্ধারিত হয় কোন শিশু কোন স্কুলের জন্য উপযুক্ত। সবচেয়ে মেধাবীদের স্কুল হিসেবে পরিচিত 'গিমনাজিউম'। এই স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণি অবধি শেষ করার পর শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারে। তারপরের ধাপের শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে 'রেয়ালশ্যুলে'। সাধারণত দশম শ্রেণিতে স্কুলজীবন শেষ হয় এই শিক্ষার্থীদের। এরপর তারা বিভিন্ন চাকুরির জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে 'ট্রেইনিশিপে' অংশ নিতে পারে। তারা ভবিষ্যতে এমন অনেক চাকুরি করতে পারবেন যেগুলোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। দুর্বল হিসেবে বিবেচিত শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে 'হপ্টশ্যুলে'। এই স্কুলে শিক্ষার্থীদেরকে নয় বা ১০ বছর পর্যন্ত মূলত 'প্র্যাকটিক্যাল' এবং 'ভকেশনাল ট্রেনিং' দেয়া হয়। এরপর তারা চাকুরির উপযুক্ত হয়। এই তিন ধরনের স্কুলের সমন্বয়ে আবার একটা স্কুল রয়েছে যেটিকে বলা হয় 'গেজাম্‌টশ্যুলে'। সব ধরনের শিক্ষার্থীরা এই স্কুলে ভর্তির জন্য উপযুক্ত। কিন্তু এই স্কুলের চাহিদা ক্রমশ বাড়লেও ধারণক্ষমতা বেশ কম। ফলে বড় শহরগুলোতে অনেক শিক্ষার্থী চাইলেও গেজাম্‌টশ্যুলেতে ভর্তির সুযোগ পায় না। এসবের বাইরে বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য আলাদা স্কুল রয়েছে।

জার্মানিতে হোম স্কুলিং নিষিদ্ধ। অর্থাৎ শিশুদের অবশ্যই কোন না কোন স্কুলে যেতে হবে। আর চতুর্থ শ্রেণিতে একজন শিশু কোথায় যাবে সেটা নির্ধারিত হলেও পরবর্তীতে শিক্ষার্থীর মেধা অনুযায়ী স্কুলের ধরন বদলানোর সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়া সহজ নয়। একটি শিশুর স্কুলের ধরন নির্ধারণের ক্ষেত্রে অভিভাবকদেরও মতামত দেয়ার সুযোগ আছে। তবে সামগ্রিকভাবে সেই মতামত কতটা গুরুত্ব পায় সেটা নিয়ে বির্তক রয়েছে। জার্মানির স্কুল ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করা অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, চতুর্থ শ্রেণি নয়, বরং ষষ্ঠ শ্রেণিতে গিয়ে একটি শিশু কোন মাধ্যমিক স্কুলে যাবে সেটা নির্ধারণ করা উচিত। এতে করে শিশুরা আরো কিছুটা বেশি সময় পাবে এবং তাদের উপর থেকে চাপও কমবে।

গবেষণা আমরা শুধু অ্যান্টিবায়োটিককেই হারাচ্ছি না, যে গবেষকেরা তা আবিষ্কার করেছেন, তাদেরকেও হারিয়ে ফেলছি

অ্যান্টিবায়োটিককে হার মানাচ্ছে জীবাণু ঃ বিপন্ন ওষুধের ভবিষ্যৎ

বার্লিন ঃ বর্তমান বিশ্বে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ আমাদের বহু বিপজ্জনক জীবাণুর হাত থেকে বাঁচায়। কিন্তু এই ওষুধ না থাকলে কেমন হবে সেই ভবিষ্যৎ?

কোনো ইনফেকশনে কষ্ট পাচ্ছেন? তাও যদি হয় ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশান বা ইউটিআই-এর মতো কষ্টদায়ক ইনফেকশন? অনেকেই এই ইনফেকশনের জন্য ডাক্তারের কাছ থেকে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ পেয়ে থাকেন।

তিন থেকে পাঁচদিন ওষুধ খেলেই ঠিক হয়ে যাবেন, এমনই জাদু এই অ্যান্টিবায়োটিকের। কিন্তু এই অ্যান্টিবায়োটিক না থাকলে রোগের সংক্রমণ ছড়িয়ে যেতে পারে কিডনি বা রক্তেও। সঠিক সময়ে অ্যান্টিবায়োটিক না খেলে এমন বিপদ হতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া দুনিয়া কোনো ভয়ের সিনেমার মতো শুনতে লাগলেও আসলে তা বাস্তব। কোনো জীবাণুকে ঠেকাতে যে অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করা হয়েছে, জীবাণুরা এখন সেই অ্যান্টিবায়োটিককেও প্রতিরোধ করতে পারছে।

অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ, একটি নির্দিষ্ট জীবাণুকে নির্জীব করা। কিন্তু সম্ভাবনা থেকেই যায় যে জীবাণু তাতে না মরে বরং অ্যান্টিবায়োটিককে রোধ করবার ক্ষমতা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে নেয়। শুধু তাই নয়, সংখ্যায় কয়েক গুণ বেড়ে গিয়ে অ্যান্টিবায়োটিককে ঠেকানোর ক্ষমতাও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবাণুর মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু সব ধরনের অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা এতে প্রশ্নবিদ্ধ হবে, এমনটা নয়। কতটা অকার্যকর হবে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক? ল্যানসেট পত্রিকায় প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র জানায় যে ২০১৯ সালে, অ্যান্টিবায়োটিকরোধী জীবাণু সংক্রমণের কারণে বিশ্বের প্রায় ১২ লাখ ৭০ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। এই ধরনের সংক্রমণ ইউরোপে প্রতি বছর ৬ লাখ ৭০ হাজারেরও বেশি, জানাচ্ছে ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর ডিজিজ প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল। এই একই কারণে ইউরোপে মারা যান ৩৩ হাজার মানুষ। ফলে অ্যান্টিবায়োটিকের নির্ভরযোগ্যতার দিকে প্রশ্ন তুলছেন বিজ্ঞানী ও ডাক্তাররা।

যুক্তরাজ্যের ওয়ারিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্রিস ডাওসন কয়েক দশক ধরে জীবাণুদের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ে কাজ করছেন। তিনি বলেন, ''তারা একটা সময়ে কাজ করা বন্ধ করে দেবে। ফলে আমাদের বিকল্প খুঁজতেই হবে। আমাদের আর কোন উপায় নেই।''

ডাক্তারেরা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি অ্যান্টিবায়োটিকের পরামর্শ দেন বলে অ্যান্টিবায়োটিকের সংস্পর্শে খুব ঘন ঘন আসে জীবাণুরা। অন্যদিকে, শরীর একটু ভালো লাগতে শুরু হলেই রোগীরা নিজে থেকে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেন, পুরো কোর্স শেষ না করেই। তাতে শরীর ভারো লাগলেও শরীরের ভেতরের সংক্রমণ বা ইনফেকশন পুরোপুরি সারে না। আর পর্যাপ্ত পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক না খাওয়ায় জীবাণুও মরে না। অল্প মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিকের সাথে আস্তে আস্তে মানিয়ে নিতে শিখে যায় জীবাণু। বেশ কিছু দেশে, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়াই অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ বিক্রি হয়, যা এই ওষুধের ভুল ব্যবহার বাড়ায়। কৃষিখাতেও ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হয় অ্যান্টিবায়োটিক। পোকামাকড় তাড়াতে ফল বা সবজির গায়ে স্প্রে করা হয় বা মাংস উৎপাদনের সময়েও ব্যবহার করা হয় অ্যান্টিবায়োটিক। এতে করে আমাদের খাবারের সাথেও মিশে যায় স্বল্পমাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক, যা আরো সাহায্য করে বিভিন্ন জীবাণুকে।

অ্যান্টিবায়োটিকরোধী জীবাণুকেও জয় করতে পারবে এমন ওষুধ তৈরি করতে প্রয়োজন গবেষণা, যার জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগ। কিন্তু এই দিকে সেভাবে এখনও বিনিয়োগ নেই বলে বেশ কিছু বিজ্ঞানীরা গবেষণার এই ধারা থেকে সরে আসছেন। অধ্যাপক ক্রিস ডাওসন বলেন, ''আমরা শুধু অ্যান্টিবায়োটিককেই হারাচ্ছি না, যে গবেষকেরা তা আবিষ্কার করেছেন, তাদেরকেও হারিয়ে ফেলছি।''

২০২০ সালে এই বিষয়ে গবেষণার জন্য মোট বিনিয়োগের মূল্য ছিল দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কিছু বেশি। ২০২২ সালে তা ছিল ১ দশমিক দুই বিলিয়ন ডলার। ২০২৩ সালে, বিনিয়োগ কমে দাঁড়াচ্ছে প্রায় ৬৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বিনিয়োগের নিম্নমুখী যাত্রা কোনো মতেই সমাধান নয়।

ডাওসনের মতে, অ্যান্টিবায়োটিকরোধী জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই 'গোটা বিশ্বজুড়ে নৈতিক প্রাধান্য' পাওয়ার যোগ্যতা রাখে।

স্বামী ও স্ত্রীর পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রীকে ধারালো চাকু দিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামীর সহ দুইজনের বিরুদ্ধে

মালদা ঃ স্বামী ও স্ত্রীর পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রীকে ধারালো চাকু দিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামীর সহ দুইজনের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে মালদা জেলার পুখুরিয়া থানার শিমলা এলাকায়। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃত ও গৃহবধূর নাম সুপ্রিয় সিংহ ওরফে দীপা সিংহ বয়স(৩৫)বছর। অভিযুক্ত স্বামী সুজিত সিং। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে আলো জানা গেছে বিগত ১১ বছর আগে রতুয়া থানার মনিপুর এলাকার সুপ্রিয়ার সঙ্গে ভালোবাসা করে বিয়ে হয় সুপ্রিয়া ও সুজিতের। সুপ্রিয়া দ্বিতীয় স্বামী সুজিত। কর্মসূত্রে সুপ্রিয়া মালদা একটি বিউটি পার্লারে কাজ করতো বলে পরিবারের কাছ থেকে জানা যায়। এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে গন্ডগোল চলে পারিবারিক। সুজিতের পরিবারের দাবি দীর্ঘদিন ধরে তার সুপ্রিয়া যাচ্ছিলেন না সংসার করতে। আজকে ফোন করে ডাকে সুপ্রিয়াকে ডাকে পুখুরিয়া থানার শিমলা এলাকায়।। সেখানেই তার স্বামী সহ দুজন মিলে তাকে চাকু মেরে খুন করে বলে জানা যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সুপ্রিয়াকে এরপর নিয়ে আসে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। জরুরি বিভাগের সুপ্রিয়া কে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকেরা।

জলপাইগুড়ি জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) উপর আক্রমণ

জলপাইগুড়ি রাস্তার উপরে চাঁদার জুলুম। জুলুমবাজদের শিকার জলপাইগুড়ি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ)। ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের আংরাভাষা এলাকায় মঙ্গলবার রাতে।জানা যায় এদিন রাত ১১:৩০ নাগাদ জলপাইগুড়ি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামীণ ওয়াংদেন ভুটিয়া বানারহাটের দিক থেকে ধূপগুড়ি আসছিলেন।সেই সময় আংরাভাষা সংলগ্ন এলাকায় বেশ কিছু যুবক চাঁদা তুলছিলেন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের গাড়ি কেউ চাঁদার জন্য দাঁড় করানো হয়।পরিস্থিতি বুঝে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের দেহরক্ষী গাড়ি থেকে নেমে ওই যুবকদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে তার উপরে আক্রমণ করা হয় দেহ রক্ষীর রক্ষা জন্য গাড়ি থেকে নামতেই অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের মাথায় পাথর ছুঁড়ে মারা হয় বলে অভিযোগ।ঘটনায় আহত হয় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামীণ সহ তার দেহরক্ষী খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধূপগুড়ি থানার পুলিশ অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে তড়িঘড়ি নিয়ে আসা হয় ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন।হাসপাতাল চত্বরে দাঁড়িয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান বেশ কিছু যুবক চাঁদা তুলছিল সেই সময় গাড়ি আটক করে। তার দেহরক্ষী গাড়ি থেকে নামলে তার উপরেও ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই যুবকরা। তখন গাড়ি থেকে নামতেই তারা আমার মাথায় পাথর ছুঁড়ে মারে।গাড়িও ভাঙচুর করা হয়।ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

আলিপুরদুয়ার জেলার ভুটান সীমান্ত জয়গাঁ এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচটি দোকান

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার জেলার ভুটান সীমান্ত জয়গাঁ এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচটি দোকান। এদিন রাতে জয়গাঁ সুপারমার্কেট এলাকায় একটি টিভি দোকানে আগুন লাগে সেখান থেকে আগুন পাশের দশকর্মা দোকান , স্টেশনারি দোকানে ছড়িয়ে পড়ে । ঘটনাস্থলে জয়গাঁ থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন,ভুটান থেকে দমকলের ইঞ্জিন ও হাসিমারা থেকে একটি ইঞ্জিন এসে পৌঁছায় প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলায় সুট আউট

উত্তর দিনাজপুর – উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলায় সুট আউট। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। রাতে দুস্কৃতীরা ওই যুবকে লক্ষ্য করে গুলি করে। মৃত ওই যুবকের নাম রাজা সরেন (২৫)। বাড়ি ডালখোলা থানার জয়রামপুর এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় ডালখোলা থানার পুলিশ। তবে কি কারণে দুস্কৃতীরা তাকে গুলি করে তা এখনো পরিস্কার নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বকেয়া বেতনের দাবিতে হাসপাতালের সাফাই কর্মীরা কাজ বন্ধ করে আন্দোলনে নামলেন

কোচবিহার ঃ বকেয়া বেতনের দাবিতে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সাফাই কর্মীরা কাজ বন্ধ করে আন্দোলনে নামলেন। তাদের অভিযোগ মাসের ১৫ তারিখ হয়ে গেলেও গত মাসের বেতন এখনো পর্যন্ত পায়নি তারা। প্রতিমাসে সঠিক সময় বেতন দেওয়া হয় না তাদের।চলতি মাসে ছট পূজো থাকা সত্বেও তাদের এখনো পর্যন্ত বেতন দেওয়া হয়নি। বেতনের দাবিতে এদিন সাফাই কর্মীরা কাজ বন্ধ করে দেওয়ায় হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে আবর্জনা জমে রয়েছে। ফলে ভোগান্তিতে পড়েছে রোগী এবং রোগীর পরিবারের সদস্যরা। আন্দোলনকারীদের পক্ষে ধর্মেন্দ্র হরিজন বলেন, তারা ৫৬ জন কর্মী রয়েছেন। প্রতি মাসেই বেতন পেতে তাদের সমস্যা হয়।গত মাসের বেতন এখনো পর্যন্ত পায়নি তারা। এদিকে মাসে ১৫ তারিখ হয়ে গিয়েছে। সামনেই ছট পুজো তাই দ্রুত বেতনের দাবি করেছেন তারা। ওই কর্মীরা ঠিকাদারের অধীনে কাজ করেন। ঠিকাদার প্রেমাংশু চক্রবর্তী বলেছেন, অফিস বন্ধ থাকার জন্য ওয়ার্কিং লিস্ট পেতে দেরি হচ্ছে। বৃহস্পতিবার অফিস খোলার পরেই তাদের বেতন দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে।দুই একদিনের মধ্যে সমস্যা মিটে যাবে।

বেশ কিছু দাওয়া নিয়ে গাজোল ব্লকের বিদ্রোহী মোড় এলাকার ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক পাশে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করলো ঝাড়খন্ড দিশম পার্টির কর্মকর্তারা

মালদা ঃ বেশ কিছু দাওয়া নিয়ে গাজোল ব্লকের বিদ্রোহী মোড় এলাকার ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক পাশে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করলো ঝাড়খন্ড দিশম পার্টির কর্মকর্তারা । বুধবার দুপুরে ঝাড়খন্ড দিশম পার্টির অন্তর্গত আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের নেতা কর্মীরা বেশ কিছু দাবির বিষয় নিয়েই বিদ্রোহী মোড়ের বিক্ষোভ অবস্থান করেন.আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের উত্তরবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক মোহন হাঁসদা জানিয়েছেন, তাদের সারনা ধর্মের কোড লাগুর দাবিতেই পাঁচ রাজ্যে এদিন একইসঙ্গে অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়েছে । কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাদের এই দাবিগুলি তুলে ধরার জন্যই মূলত এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

পূজো প্যান্ডেল থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি ঃ সকালে শিলিগুড়ির ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের আশ্রমপাড়ার পুজো প্যান্ডেল থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাটি জানাজানি হতেই গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকজন বিষয়টি পুলিশকে জানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। সেই সঙ্গে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

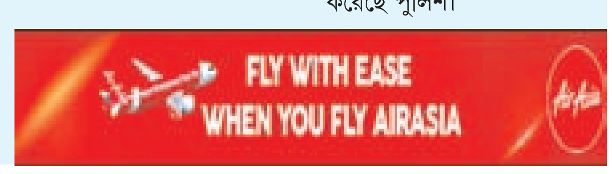

অবৈধভাবে পাকিস্তানি মা ও ছেলে ভারতে প্রবেশ করার সময় গ্রেফতার

শিলিগুড়ি ঃ ভারত নেপাল সীমান্তের পানি ট্যাংকি বর্ডারে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করার সময় পাকিস্তানি মা ও ছেলেকে আটক করল এসএসবি জাওয়ানেরা, পরবর্তীতে খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় ।জানা যায় শায়েস্তা হানিফ ও তার ১২ বছরের ছেলে এখন পুলিশ হেফাজতে হয়ছে আজ তাদের শিলিগুড়ি মহাকুম আদালতে পাঠানো হবে। নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশ করার সময় এসএসবি র যাওনের । সন্দেহবশত মা ও ছেলেকে সন্দেহ হওয়ায় আটক করে পরবর্তীতে তাদের ব্যাগ তল্লাশি করার পর ব্যাগের ভেতর থেকে পাকিস্তানি পরিচয় পত্র পাওয়া গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে আটক করা হয় এবং জিজ্ঞাসা করার পর বেশ কিছু তথ্য উঠে আসে ।জানা যায় এই পাকিস্তানি মহিলার আদি বাড়ি আসামে এবং কর্মসূত্র বেশকিছু বছর আগে মুম্বাইয়ে গিয়েছিলেন কাজের সূত্রে এবং সেখানে এক পাকিস্তানি যুবকের সঙ্গে দেখা হন এবং তাদের প্রেম সম্পর্কর কারণেই পরবর্তীতে তাদের বিয়ে হয়, এবং মোম্বাই থেকে পাকিস্তানের কারাচিতে নিয়ে যাওয়া হয় সেই মহিলাকে। তবে বেশ কিছু বছর সেখানে পাকিস্তানি যুবকের সঙ্গে সংসার করার পর গত কয়েকদিন আগে ছেলেকে নিয়ে ঘুরতে আসে নেপালে এবং ভারত নেপাল সীমান্তের পানি ট্যাংকি বর্ডার পার করে কলকাতার যাওয়ার কথা ছিল তার এবং জানা গিয়েছে সেই মহিলার কলকাতার বোনের বাড়িতে বেশ কিছুদিন থাকার কথা ছিল তবে এর আগে ই গ্রেপ্তার পাকিস্তানি মা ও ছেলে।

জরাজীর্ণ রাস্তার কারণে সমস্যায় পড়েছে গোটা গ্রাম, সরকার ও বিরোধীপক্ষ অভিযোগপাল্টা অভিযোগে ব্যস্ত

মালদা ঃ গ্রামে কোন অ্যাম্বুলেন্স ঢোকেনা কেউ অসুস্থ হলে তাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে যেতে চরম অসুবিধার মধ্যে পড়ে গ্রামবাসীরা এমনকি গর্ভবতী মহিলাদেরও প্রসব যন্ত্রণা হলে রাস্তা দিয়ে যেতেই অনেকের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে বাম আমলে তৈরি হয়েছিল রাস্তা কিন্তু আজকে বিগত কয়েক বছর ধরে এই রাস্তার বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে সংস্কার হয়নি, বিগত ১০ বছর ধরে পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে যদিও বিজেপির প্রধানের অভিযোগ শাসকদল যেহেতু তৃণমূল কংগ্রেস এটি সেক্ষেত্রেই এলাকায় কোন উন্নয়ন হচ্ছে না রাস্তার কাজও সংস্কারের হচ্ছে না, বহুবার ব্লক প্রশাসন জেলা পরিষদ বলেও কাজ হয়নি গাজোল অন্যদিকে গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পাল্টা দাবি ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পরিষদের এই রাস্তা সংস্কারের জন্য আবেদন পাঠানো হয়েছে খুব শীঘ্রই এই কাজ করা হবে এলাকার বিজেপির বিধায়ক থেকে সাংসদদের দেখা যায় না। এমনই এক ছবি গাজোল ব্লকের দেওতলা থেকে চাকনগর যেতে ১৭ কিলোমিটার রাস্তার কার্যত বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে রাস্তায় বড় বড় গর্ত এমনকি পাথর দেখা যাচ্ছে। গাজোল ব্লকের দেওতলা থেকে চাকনগর প্রায় ১৭ কিলোমিটার রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে চলাফেরার উপযুক্ত নয়। জীবনে ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে হয় গ্রামবাসীদের। টোটো থেকে অটো , ম্যাজিক গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে যেতে প্রায় বিপদের মুখে পড়ে। চাকনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের জাজিল পাড়া গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন বহু বছর ধরে এই রাস্তার সংস্কার হয় না এই অবস্থাতেই করে রয়েছে। স্কুলে বাচ্চাদেরকে পাঠানো যায় না। কেউ অসুস্থ হলে এমন কি গর্ভবতী মহিলাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না । অ্যাম্বুলেন্স গ্রামে ঢুকে না। আজকে রাজ্য সরকার যেখানে বলছে বাংলা নাকি এগিয়ে। সে ক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন আমাদের এই গ্রামের রাস্তা দেখলে বাংলা এগিয়ে আছে কিনা সেটা বোঝা যাবে। আজকে আমরা বিজেপিকে সমর্থন করেছি বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে সেখানে শাসক দলের সঙ্গে বিজেপির লড়াই রয়েছে কিনা সেটা আমরা বুঝতে পারছি না কারণ রাস্তা তো হচ্ছে না। ভোটের সময় জনপ্রতিনিধি আসে ভোট নিয়ে যায় কিন্তু রাস্তার কথা বলতে গেলেই বলে হয়ে যাবে কিন্তু সেটা এখনো হচ্ছে না। চাকনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রধান দিপু ওরাও জানা ন আজকে জেলা পরিষদ থেকে পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের দখলে , প্রশাসনের আমলারাও তৃণমূলের কথা শুনছে সে ক্ষেত্রে চাকনগর গ্রাম পঞ্চায়েতটা বিজেপি দখলে রয়েছে সেই ক্ষেত্রে তারা এলাকায় কোন কাজ করছে না এই রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। আমরা পঞ্চায়েত থেকে বহুবার ব্লক প্রশাসন জেলা প্রশাসন জেলা পরিষদ কে জানিয়েছি কিন্তু তাতেও তাদের কোন ভূমিকা দেখতে পাচ্ছি না। যদি এই ভাবেই চলতে থাকে তাহলে আগামী দিনে গ্রামবাসীদের একত্রিত হয়ে বিডিও জেলা পরিষদ ও জেলা শাসকের অফিস ঘেরাও করে বৃহত্তর আন্দোলন করবো।

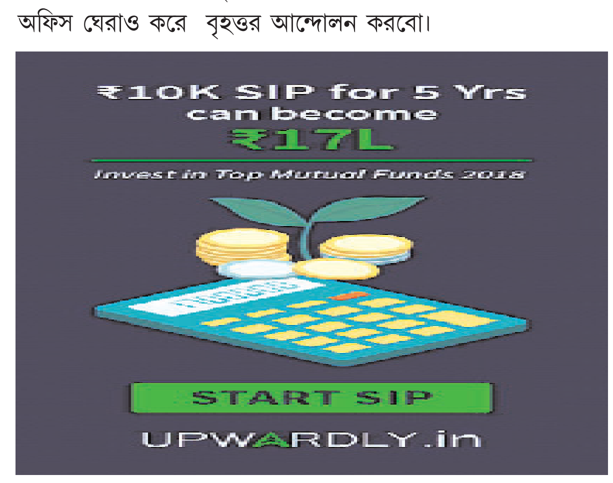

ভালোবেসে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ির দরজায় ধরনায় বসলেন বাড়ির বউমা

মুরালি পুকুর ঃ ভালোবেসে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ির দরজায় ধরনায় বসলেন বাড়ির বউমা ঘটনাটি ঘটেছে মুরালি পুকুর অঞ্চলে। বিবাহিতা মহিলার নাম সুস্মিতা দাস। স্বামীর নাম অনিমেষ দাস।এক বছর আগের সুস্মিতাকে অনিমেষ ভালোবাসা করে বিয়ে করে বাড়ির অমতে। বিয়ের পর থেকে তারা বাড়ি ভাড়া করে সংসার পেতেছিলেন।ব্যতিক্রম ঘটে আজ সকালে, অনিমেষ দাস কাজের নাম করে তার ভাড়া বাড়িতে বউকে রেখে সে চলে যায় নিজের বাড়িতে। আজ সকালে সুস্মিতা তার শ্বশুরবাড়িতে গেলে স্বামী অনিমেষ দাস, শশুর অমল দাস এবং শাশুড়ি তাকে বাড়ির বউ পরিচিতি দিতে অস্বীকার করে।সুস্মিতা তার শ্বশুর শাশুড়ি কে জানায় অনিমেষ তাকে বিয়ে করেছে, তারা মুরালি পুকুরে ভাড়া বাড়িতে এক বছর সংসার করেছে। সুস্মিতার কথায় স্বামী অনিমেষ দাস তাকে বউ হিসেবে অস্বীকার করে। শশুর শাশুড়ি তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিলে সে বাড়ির দরজায় ধরনায় বসে যায় সঙ্গে গোপাল ঠাকুর নিয়ে।এই ঘটনা ঘিরে শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। এলাকায় জড়ো হয়ে যায় সাধারণ মানুষ থেকে এলাকাবাসী। ঘটনার খবর দেওয়া হয়েছে প্রশাসনকে।

জয়নগর এখন শ্মশান পুরি অসহায় মানুষদের আশ্রয় সিপিএমের দলীয় কার্যালয়

জয়নগর ঃ এই জায়গা প্রথম দুটো শব্দের হচ্ছে জয়। জয় মানে আনন্দ বা উচ্ছ্বাস। তৃণমূল নেতাকে গুলি করে খুনের ঘটনার পর থেকে জয়নগর যেন শ্মশানপুরীতে পরিণত হয়েছে। কালীপুজোর দিন পর্যন্ত সব ঠিক ছিল কিন্তু সপ্তাহের প্রথম দিনে ই জীবন যেন ওলটপালট হয়ে গেল। সোমবার সকালে দুস্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যু হয় জয়নগরের তৃণমূল নেতা সাইফুদ্দিন লস্করের। আর এই খুনের ঘটনা কয়েক ঘন্টা পর থেকেই যেন রণক্ষেত্রের চেহারা নাই দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের দলুয়াখাঁকি গ্রাম। গ্রামে যেন লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে গিয়েছে একের পর এক বাড়ি দাউদাউ করে জ্বলছে অসহায় হয়ে কাঁদছে একরত্তি শিশু থেকে শুরু করে মহিলারা। এই ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে দমকল কিন্তু গ্রামের ছোট্ট ছোট্ট ছেলেরা তারাই আগুন লেভাতে ছুটে আসে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে বাড়ি যেন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আধপোড়া চাল। হাত দিয়ে টেনে সেগুলোই একটা পাত্রে তুলে নিচ্ছেন তাঁরা, এই দৃশ্য দেখা গেল মঙ্গলবার সকালে। জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, কিছু তো খেতে হবে।বাড়িতে নেই একজনও পুরুষ। আতঙ্ক চোখেমুখে।তবু বেঁচে থাকার লড়াইটা তো থামালে চলবে না। তাই সেই পোড়া ঘরেই ছড়িয়ে থাকা চাল কু ড়ো চ্ছে ন মহিলারা।কারও কোলে একরত্তি সন্তান, কোনও বাড়িতে শুকনো মুখে বসে আছে বছর চারেকের নাবালিকা। চাল ডাল তো দূরের কথা, জল বিস্কুট জোটাতেই বেগ পেতে হচ্ছে পরিবারগুলিকে। সইফুদ্দিন লস্কর খুনের পর যাঁদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ, তাঁরা বলছেন, পুলিশপ্রশাসন কোনও সাহায্যই করছেন না। চোখে জল নিয়ে মায়েরা বুঝে উঠতে পারছেন না কী খেতে দেবেন সন্তানকে? গ্রামবাসীদের অভিযোগ তারা সিপিএম করে তাই তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা এই খুনের সঙ্গে সিপিএমের নাম জড়িয়ে গ্রামে ২০ থেকে ২৫ টি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে এবং ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে গ্রামের কেউ জড়িত নয় শুধুমাত্র সন্দেহবশত এমনই কাণ্ড ঘটিয়েছে তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা। অসহায় গ্রামবাসীদের সাহায্যের জন্য মঙ্গলবার বিকেলে ওই গ্রামের ছুটে গিয়েছিল বাম প্রতিনিধি দল। পুলিশে বাধার সম্মুখীন হয়ে গ্রামে ঢুকতে পারেনি বাম প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বরা। অসহায় গ্রামবাসীদের পরিবারদের নিয়ে আসা হয়েছে, জয়নগরের দক্ষিণ বারাসাতে সিপিএমের দলীয় কার্যালয়। সেখানেই গ্রামবাসীদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে দুবেলা মুঠো খাওয়ার। এই কনকনে শীতে সিপিএমের দলীয় কার্যালয় এখন নিজেদের আস্তানা হয়ে দাঁড়িয়েছে দলুয়াখাঁকি গ্রামের অসহায় মানুষদের। এ বিষয় এক অসহায় মহিলা জানান,কিছু তো খেতে হবে। কেউ তো খেতে দিচ্ছে না। তাঁরা জানাচ্ছেন, রান্নার উনুন পর্যন্ত ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের বাড়ির পুরুষেরা সবাই আতঙ্কে ঘরছাড়া। তাঁরা কোথায় কেউ জানেন না। মহিলারা বলছেন, পুলিশ চলে গেলেই ওরা মারধর করবে বলেছে। মেয়েদের ওপর অত্যাচার করবে বলে হুমকি দিচ্ছে। উপায় কী হবে এবার? কেউ জানেন না। এ বিষয় রাজ্য কমিটির সদস্য তথা জয়নগরের সিপিএম নেতা অপূর্ব প্রামানিক তিনি জানান, জয়নগরের যে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল রয়েছে তা কারোর অজানা নেই। পঞ্চায়েত ভোটের আগে গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল জয়নগর। এই ঘটনার সঙ্গে সিপিএমে দলে কোন যোগ নেই।

বুধবার সকালে নিউটাউন ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণে আসেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ

নিউটাউন উপদ্রুত এলাকায় এখনও কোনো দলকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি রাজ্যে এই ঘটনা নতুন নয়। নানুর লালগড় সহ একাধিক জায়গায় হয়েছে। সিপিএম এর আমলে হয়েছে। তারপরেও চলছে। নেতারা যাচ্ছেন। ফটো তুলছেন। ঘটনা গুলো কেনো বন্ধ করা যাচ্ছে না? সেটা নিয়ে কেউ ভাবছে? তৃণমূল সেই একই রাজনীতি করছে। নিরীহ মানুষ ঘর ছাড়া। চাপান উতর চলছে। এর পরিবর্তন হবে কি? এগুলি খবর হিসেবে ভালো। কিন্তু মানুষ এভাবে কতদিন মার খাবে?৩ দিন ধরে গ্রামছাড়া মানুষ আপনি ৩ দিন বলছেন? ৩ বছর ধরে আমাদের কত লোক গ্রাম ছাড়া? সেই ২০২১ এর বিধানসভা ভোটের পর থেকে। পশ্চিমবঙ্গে এটাই বাস্তব রাজনীতি। আমরা এর পরিবর্তনের জন্য লড়াই করছি।গোটা ইস্যুর রাজনীতিকরন বগটুইতে একই ঘটনা ঘটেছিল। গুন্ডা মস্তানদের তৃণমূল নেতা বানিয়ে দিয়েছে। তারা জনরোষে মারা গেলে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূলের এই রাজনীতির বিসর্জন দরকার।বাবুলের কটাক্ষ দিলীপকে আমি কাউকে টার্গেট করি না। ওনার কি প্রাসঙ্গিকতা আছে? কোনো দিন ছিল? বিজেপি ওকে মন্ত্রী বানিয়েছিল। এখানে এসে ভাষণ দিত। দলের জন্য ও কি করেছে? আমাদের এতো কর্মী মার খেয়েছে। কারুর বাড়ি গেছে? কাউকে দুটো পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছে? দিলীপ ঘোষের সঙ্গে লড়াই করতে আসবেন না। দিলীপ ঘোষ মাটিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে। এখনও করছে। আপনি করে খাচ্ছেন। নিজের সুবিধার জন্য অন্য পার্টিতে চলে গেছেন। কাল আবার অন্য পার্টিতে চলে যাবেন। ওনাকে কে মনে রেখেছে? যে পার্টির নেতা, সেই পার্টি এলাকায় ঢুকতে দেয় না।আদানির বিরুদ্ধে মহুয়ার তোপ। অথচ বিজিবিএসে আসবেন আদানি বলছেন শিল্প মন্ত্রী এটা দ্বিচারিতা। কংগ্রেস সরকার চলে এমন রাজ্যে তাকে ডেকে ডেকে শিল্পের বরাত দেওয়া হচ্ছে। উনি সফল শিল্পপতি। তার থেকে সুবিধা নেব। আবার তাকেই গালাগাল দেব? আদানিকে না ডাকলে সামিট হবে না। পোর্ট এর কাজ হবে না। মানুষ এগুলো বোঝে। পাত্তা দেয় না। ভোটের আগে স্টাঃট দেওয়ার জন্য এগুলো ভালো। একে গালাগাল দিয়ে কার লাভ হচ্ছে? যারা টাটা কে তাড়িয়ে দেয়, তারা এসব বলে। এসব দিয়ে আর চলবে না। ভারতবর্ষ পাল্টে গেছে।আজ মুম্বইয়ে মহারণযে দেশে বিশ্বকাপ হয় সেই দেশ সব সময় ফেভারিট থাকে। এখন ভারতের টিম বিশ্বে ১ নম্বর। সামনে আর কোনো টিম নেই। তবে ক্রিকেট অনিশ্চিত খেলা। নক আউটে মাঝেমাঝে ভারতের পারফরম্যান্স একটু গড়বড় হয়। তবে যে পারফরম্যান্স দেখাচ্ছি, তাতে সেমিফাইনাল ও ফাইনাল দুটোই জেতার আশা রাখা যায়।ভাই ফোঁটার দিন এ রাজ্যের সবার যিনি দিদি, তাঁর উদ্দেশ্যে কি বলবেন?দিদি হিসেবে উনি আমাদের সবার অভিভাবক। আশা করব, সবার দিকে তাঁর সমান দৃষ্টি থাকবে। পশ্চিমবাংলাকে উনি সুরক্ষিত করবেন। যাতে সব ভাই বোন একসঙ্গে থাকতে পারে। যারা আজকে রাস্তায় বসে আছে, যারা ডিয়ের জন্য আন্দোলন করছে, তারাও তো ওনার ভাই। কমপক্ষে আজকে তাদের সবার কথা উনি ভাবুন।

মাল বোঝাই লরি খালে পড়ে উল্টে গেল ভীমগড়ের কাছে

বীরভূম পন্য বোঝায় একটি লরি মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে এগারোটা নাগাদ খালের মধ্যে পড়ে উল্টে যায়। ঘটনাটি খয়রাশোল থানার ভীমগড় রেলক্রসিং গেটের সামনে। জানা যায় লরিটি গাজিয়াবাদ থেকে আসছিল এবং রাণীগঞ্জ - মোড়গ্রাম ১৪ নাম্বার জাতীয় সড়কের পান্ডবেশ্বর দুবরাজপুর রাস্তার উপর দিয়ে রামপুরহাট এলাকায় বীরচন্দ্রপুর যাবার অভিমুখে ভীমগড় রেলক্রসিং গেটের সামনে উল্টে যায়। গাড়ির চালক মহঃ নিসার জানান সেই কথা জানান। তিনি আরও বলেন রেলগেটের রাস্তায় উঠার সময় গাড়ি আস্তে আস্তে চলছিল। গাড়ির পজিশন নেওয়ার সময় একটু পিছনে আসতেই রাস্তার মধ্যে থাকা একটা গর্তে পড়ে গিয়ে এই বিপত্তি। চালকের কিছুটা আঘাত লাগলেও বাকিসব অক্ষত অবস্থায় রয়েছে বলে জানা যায়।

দিন কুড়ির অধিক সময় ধরে কল থেকে জল না পড়ায় সমস্যায় পড়েছে জলপাইগুড়ি গধেয়ারকুঠি গ্রামবাসীরা

জলপাইগুড়ি ঃ কলের নল আছে কিন্তু নেই জল! ভোগান্তি স্থানীয়দের। দিন কুড়ির অধিক সময় ধরে কল থেকে জল না পড়ায় সমস্যায় পড়েছে গ্রামবাসীরা বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রের খবর প্রায় দুমাস আগে জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি ব্লকের গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের বগরিবাড়ী বাজারে পঞ্চায়েত সমিতির অর্থানুকূল্যে একটি সোলার ওয়াটার রিজার্ভার তৈরি করা হয়। অভিযোগ সে সোলার সিস্টেমটি তৈরির পর থেকে সঠিকভাবে জল আসছিল না, এমন কি? সারাদিনে কয়েক ঘণ্টা মাত্র জল থাকে, বাকি সময়গুলোতে জলই থাকে না এমনই অভিযোগ। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারন মানুষের জন্য একের পর এক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প করছেন অন্যদিকে সেই সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা আদৌ সাধারণ মানুষ পাচ্ছে কিনা তা নিয়েই চিন্তা বাড়ছে। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের বগরিবারি বাজার সংলগ্ন এলাকায় একটিমাত্র সেই সোলার রিজার্ভার। শুধু তাই নয় ওই এলাকায় জলঢাকা নদী পাশে থাকার কারণে টিবল কিংবা কুযা থেকে যে জল আসে তা অত্যন্ত ব্যবহার অনুপযুক্ত। সেই জল পান করার পর অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলেও অভিযোগ করেন এলাকাবাসীরা। একদিকে যেমন ওই এলাকার বাড়ির পানীয় জলের চাহিদা মিটছে না,অন্যদিকে সেই রিজার্ভারের পাশেই থাকা বাজারে জলের সংকট দেখা দিয়েছে। অভিযোগ প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে এবিষয়ে সোলার রিজার্ভারের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেও কাকুতি মিনতি করেও কোনো সমস্যার সমাধান হয়নি। এলাকার পঞ্চায়েত বিষয়টি দেখলেও সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসেনি কেউই বলে অভিযোগ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

নিবন্ধিত ইসলামি দলের ৭টি নির্বাচনে, ৪টি বাইরে

ঢাকা ঃ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে ইসলামি দলগুলোর অবস্থান স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। এখন পর্যন্ত নিবন্ধিত ইসলামি দলের সাতটি নির্বাচনে যাওয়ার এবং চারটি না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নিবন্ধিত ইসলামি দলের সংখ্যা বিবেচনা করলে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেয়ার পাল্লাই এখন ভারি। তবে প্রভাব বা ভোটের হিসাবের বিবেচনায় প্রভাবশালী ইসলামী দলগুলো এখনো নির্বাচনে না যাওয়ার সিদ্ধান্তেই আছে। বাংলাদেশে নিবন্ধিত এবং অনিবন্ধিত ইসলামি দল সব মিলিয়ে ৭০টিরও বেশি। এর মধ্যে নিবন্ধিত আছে ১১টি ইসলামপন্থি। নতুন করে দুইটি দল নিবন্ধন পাওয়ার পর এখন বাংলাদেশে মোট নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৪৪টি। নিবন্ধিত ইসলামি দলগুলো হলো ঃ বাংলাদেশ তরীকত ফেডারেশন , ইসলামী ঐক্যজোট, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, জাকের পার্টি, খেলাফত মজলিস, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ, ইসলামী আন্দোলন, ইসলামিক ফ্রন্ট, খেলাফত আন্দোলন ও বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি। এর মধ্যে সুপ্রিম পার্টি সদ্য নিবন্ধন পাওয়া। এর বাইরে বড় ইসলামি দলের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর এখন নিবন্ধন নেই।

নিবন্ধিত ইসলামি দলগুলোর মধ্যে কওমি মাদ্রাসা ভিত্তিক চারটি দল নির্বাচনে যাবে না বলে জানা গেছে। সেই দলগুলো হলো ইসলামী আন্দোলন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও খেলাফত মজলিস। আর নিবন্ধন না থাকলেও বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এবং প্রভাবশালী ইসলামি দল জামায়াতে ইসলামীও নির্বাচনে যাচ্ছে না। তারা বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ সরকারবিরোধী আন্দোলনে আছে। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ২০১৮ সালের নির্বাচনে ২৯৯টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিলো। স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও তারা ভালো ভোট পেয়ে দৃষ্টি কাড়ে।

ইসলামী আন্দোলনের যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘‘আমাদের অবস্থান স্বতন্ত্র। আমরা বিএনপির সঙ্গেও নাই, আওয়ামী

লীগের সঙ্গেও নাই। আমরা মনে করি দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে কিছুটা সম্ভব হলেও পুরোপুরি সম্ভব নয়। তাই আমরা জাতীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন চাই।’’ তিনি জাতীয় সরকারের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘‘নিবন্ধিত সব দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই নির্বাচনকালীন সরকার হবে। এই সরকারের প্রধান হবেন একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি।’’ গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘‘২০১৮ সালে আমরাই সবার আগে নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। তখন থেকেই আমরা বলেছি দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাব না। আমরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নিয়েছি, কারণ ওই নির্বাচন দলীয় সরকারের বাইরে করার সুযোগ নেই।

নিবন্ধন থাকা ১১টি ইসলমি দলের মধ্যে সাতটি দল নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। দলগুলো হলো বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, ইসলামী ঐক্যজোট, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ, ইসলামিক ফ্রন্ট, বাংলাদেশ তরীকত ফেডারেশন, জাকের পার্টি ও বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি। এর মধ্যে শুধু তরীকত ফেডারেশনের গত দুইটি সংসদে প্রতিনিধিত্ব ছিল। গত বৃহস্পতিবার রাতে কওমি মাদ্রাসাকেন্দ্রিক বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ও ইসলামী ঐক্যজোটসহ ৯টি ইসলামি দলের নেতা গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতে অংশ নেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলামীর শাহীনূর পাশা চৌধুরী। তিনি ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে হারলেও ২০০৫ সালে সুনামগঞ্জ৩ আসনের উপনির্বাচনে একই প্রতীক নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। বৈঠকে ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান আবুল হাসনাত আমিনী ছাড়াও তার দলের মহাসচিব মুফতি মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহও ছিলেন। আরো ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের আমির আতাউল্লাহ হাফেজ্জী। তিনি হেফাজতে ইসলামেরও নায়েবে আমির। তার বাবা ‘হাফেজ্জী হুজুর’ নামে পরিচিত প্রয়াত মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ নিয়ে আলোচনায় আসেন। বৈঠকে অংশ নেন বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মিসবাহুর রহমান চৌধুরী, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের সৈয়দ বাহাদুর শাহ মোজাদ্দেদী ও আশেকানে আউলিয়া ঐক্য পরিষদের চেয়ারম্যান আলম নূরী।

বাংলাদেশ মুসলিম লীগ ও বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির নেতারাও এই বৈঠকে ছিলেন। বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের মহাসচিব স উ ম আব্দুস সামাদ বলেন, ‘‘আমরা কোনো চাওয়া পাওয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করিনি। আমরা নির্বাচনে যাচ্ছি মূলত সাংবিধানিক সংকটের আশঙ্কা থেকে। নির্বাচন না হলে সাংবিধানিক এবং রাজনৈতিক সংকট তৈরি হবে। সর্বোপরি আন্তর্জাতিক মহলের যে কার্যক্রম তাকে আমরা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত মনে করছি। তাই আমরা নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’’

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘‘আমরা বিএনপির দাবির সঙ্গে একমত না। তাদের বার বার আমরা বলেছি আপনারা একদফা দাবি ছেড়ে সার্বিক সংকট নিরসনে আলোচনায় বসুন। সেখান থেকে যে সমাধান আসে সেটা আমরা দেখি। কিন্তু তারা সেটা মানছে না। বিএনপি যা করছে তাতে সংলাপ হয় না, সংঘাত হয়। আর আমরা মনে করি কোন দল অংশগ্রহণ করল কী না সেটা নয়, জনগণের অংশগ্রহণের ওপরই অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নির্ভর করে।’’ এই দলটি এবার কমপক্ষে ২০০ আসনে প্রার্থী দেবে বলে জানান তিনি। বাংলাদেশে নিবন্ধিত ইসলামি দল ছাড়াও আরো ৫০টির মতো ইসলামপন্থি দল সক্রিয় রয়েছে। তারাও আসলে বড় ইসলামি দল বা জোটের ব্যানারে থাকছে। ২০১৮ সালের বিভিন্ন জোটের হিসাব বলছে জাতীয় পার্টির সঙ্গে মোট ৩২টি ইসলামি দল নানাভাবে সম্পৃক্ত আছে। আওয়ামী লীগের সঙ্গে ২৯টি এবং বিএনপির সঙ্গে আছে পাঁচটি। তারাও ভোটের সময় সক্রিয় হয়, ভূমিকা পালন করে।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে সচেতনতামূলক র‍্যালি অনুষ্ঠিত

মালদা ঃ বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে মালদা ইংরেজবাজার শহরের বেসরকারি স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্রের উদ্যোগে এক সচেতনতামূলক রেলি ইংরেজবাজার শহর জুড়ে মঙ্গলবার সকালে বের হয়। এই সচেতনতামূলক র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন মালদা মেডিকেল কলেজ হসপিটালের মেডিসিন বিভাগের সর্ব প্রধান ডাক্তার অভিজিৎ সাহা আরও অন্যান্য চিকিৎসকরা।শহরের কৃষ্ণ পল্লী সাবই থেকে এই রেলি বের হয় কেজি সেন্ট্রাল রোড, হ্যান্টা কালী বাড়ি , ফোয়ারা মোর রাজ হোটেল মোড়, জুড়ে সচেতনতা মূলক রেলি বের হয়।মালদা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল এর মেডিসিন বিভাগের সর্ব প্রধান ডাক্তার অভিজিৎ সাহা জানান আজ বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস সারা ভারত বর্ষ দেশব্যাপী আজকের এই দিনটা আমরা পালন করছি জনসংখ্যা নিরিখে ডায়াবেটিসে আমাদের দেশ বৃহত্তম। ডায়াবেটিস রুখতে মানুষকে সচেতন হতে হবে। আজকের এই রেলি করা হয়েছে ।

শুরু হয়ে গেলো রাজগঞ্জ ব্লকের টাকিমারি রাস পূর্ণিমা এবং মেলার আয়োজন

জলপাইগুড়ি ঃ রাজগঞ্জ ব্লকের ২ নং টাকিমারীর রাসপূজা কমিটির এবং নব মিলন যুব সংঘের পরিচালনায়। রাস মেলার প্রস্তুতি পর্ব শুরু। এদিন মঙ্গলবার তারই খুঁটি পূজার মাধ্যমে রাস পূর্ণিমার পুজো এবং মেলার আয়োজন শুরু করেন ক্লাবের সদস্যরা। জানাগিয়েছে এই মেলায় আন্তর্জাতিক শিল্পী সমন্বয়ে বাউল মেলা হয়ে থাকে। এবারে এই রাসমেলা দীর্ঘ ২৫ তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলল। জানা গিয়েছে এই মেলায় আন্তর্জাতিক শিল্পীরা তথা বাংলাদেশ এমন কি জাপান থেকেও শিল্পীরা এই মেলায় এসে থাকেন। ক্লাবে সদস্যরা জানান এটি শুধু মেলাই নয় আমরা মনে করি এটি হাজারো মানুষের মিলনের একটি জায়গা, যেখানে হাজারো মানুষের সঙ্গে হাজারো মানুষের সাক্ষাৎকার হয়ে থাকে। মেলায় দোকানের জন্য জায়গা দেওয়া শুরু হবে ২৫ তারিখ থেকে। জানা গিয়েছে ৯ আঘ্রান ইংরেজি নভেম্বর মাসের ২৬ তারিখে রাসপূর্ণিমার পুজো হবে এবং ২৭ তারিখ থেকে ডিসেম্বর ৩ তারিখ পর্যন্ত সাত দিন চলবে এই মেলা।

কেএলওর কাছ থেকে হুমকির চিঠি পেয়ে বিচলিত হয়ে তৃণমূল নেতার বাড়িতে পৌঁছেছেন পার্থ প্রতিম রাই

কোচবিহার ঃ KLO এর নাম করে তৃনমূলের প্রাক্তন প্রধান তথা এক ব্যবসায়ীকে হুমকির চিঠির ঘটনায় ওই প্রাক্তন প্রধানের বাড়িতে গিয়ে প্রাক্তন প্রধানের সাথে দেখা করলেন পার্থ প্রতিম রায়। মঙ্গলবার দলের প্রাক্তন প্রধানের পরিবারকে আশ্বস্ত করতে তুফানগঞ্জ২ ব্লকের বারকোদালী ˉ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বারকোদালী গ্রামে আসেন তৃণমূলের মুখপাত্র তথা এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়। প্রাক্তন প্রধান সুরেশ চন্দ্র পালের সাথে একান্তে কথা বলেন এবং ঘটনার বিবরণ শোনেন তিনি। পরে দলের প্রাক্তন প্রধানের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়। এদিন পার্থ প্রতিম রায় বলেন, দলের প্রাক্তন প্রধান তথা একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীকে কে এলও ’ র নাম করে হুমকি দিয়ে ভয় দেখানো তা সত্যি উদ্বেগের বিষয়। পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ তদন্ত করলে সত্যিটা উদঘাটন হবে। তবে তিনি খোঁজখবর নিয়ে যতটুকু জেনেছেন, অভিযুক্ত যুবক বিজেপির সক্রিয় কর্মী। ফলে লোকসভা ভোটের আগে এলাকায় অশান্তির পরিবেশ তৈরি করতে বিজেপির এসব চক্রান্ত করছে কি না তা তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে। যদিও এ বিষয়ে তুফানগঞ্জ বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক মালতি রাভা রায় বলেন তৃণমূল নেতা যে অভিযোগ করেছে তার সমস্তটাই ভিত্তিহীন অভিযুক্ত ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছে আমরাও চাই সঠিক তদন্ত হোক তবে ওই যুবক আমাদের দলের কর্মী নয়।

হরিশ্চন্দ্রপুর থানা পাড়া সার্বজনীন কালীপুজো কমিটির উদ্যোগে উপলক্ষ্যে শীতগ্রস্থ বস্ত্র বিতরণ

মালদা ঃ মঙ্গলবার দিন বিকেলে মালদা জেলা হরিশ্চন্দ্রপুর থানা সার্বজনীন কালী পুজো কমিটির উদ্যোগে প্রায় ১৫০০ জন দুস্থ ও অসহায় ব্যক্তিদের হাতে কম্বল তুলে দেন । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিমন্ত্রী তাজমূল হোসেন, মালদা জেলার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব, চাঁচল মহকুমা শাসক সৌভিক মুখার্জী, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শুভেন্দু মন্ডল, হরিশ্চন্দ্রপুর১ নং ব্লকের বিডিও সৌমেন মন্ডল, হরিশ্চন্দ্রপুর ২নং নম্বর ব্লকের বিডিও তাপস কুমার পাল, হরিশ্চন্দ্রপুর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কমল কৃষ্ণ মন্ডল সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকেরা ও হরিশ্চন্দ্রপুর মার্চেন্ট চেম্বার ও কমার্স এর সম্পাদক পবন কেড়িয়া সহ বিশিষ্ট সমাজসেবীরা।

এছাড়াও এদিন উপস্থিত অতিথিবর্গরা হরিশ্চন্দ্রপুর থানাপাড়া সার্বজনীন কালীপুজো কমিটির থিম সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ ,শৈশবকালে হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি, কৃষ্ণের নিধিবন সহ একাধিক থিম পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব বলেন, থানার কালীপুজোর মধ্য দিয়ে পুলিশ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে মিলন হয়। এখানে প্রায় ১২ হাজার থেকে ১৩ হাজার মানুষকে নরনারায়ণ সেবা করা হয়।

লোকসভা নির্বাচনের আগে বড়সড় ভাঙ্গন বিজেপিতে

কোচবিহার ঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে বড়সড় ভাঙ্গন বিজেপিতে। বিজেপির একজন জয়ী পঞ্চায়েত সদস্য, বুথ সভাপতি সহ চল্লিশটি পরিবার আজ বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করায় অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি। কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক এবং কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মনের উপস্থিতিতে আজ মাথাভাঙ্গা এক নম্বর ব্লকের হাজরারহাট এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এর গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য অর্জুন মন্ডল এবং স্থানীয় বিজেপির বুথ সভাপতি ভরত বিশ্বাস সহ বিজেপির প্রায় ৪০ টি পরিবার আজ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, হাজরাহাট ওয়ান গ্রাম পঞ্চায়েতে এই আসনে তৃণমূল কংগ্রেস ১৯২ ভোট ভোটে পরাজিত হয়েছিল। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৭ টি আসনের মধ্যে ১৪ টি আসনে জয়লাভ করেছিলাম। অর্জুন মন্ডল আজ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করায় তৃণমূলের দখলে আসলো ১৫ টি আসন। এছাড়াও স্থানীয় বুথ সভাপতি ভরত বিশ্বাস সহ বিজেপির চল্লিশটি পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে। আগামী দিনে যে সমস্ত এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েত নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিল সেই সমস্ত বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যদের ধীরে ধীরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করানো হবে। বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, বিজেপির ওই পঞ্চায়েত সদস্যর জমি দখল করে রেখেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাই চাপের মুখে বাধ্য হয়ে সে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে। একজন পঞ্চায়েত সদস্যকে তৃণমূলে যোগদান করিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস অনেক কিছু স্বপ্ন দেখছে। আমরা এতদিন চুপ ছিলাম আমরাও চাইলে তৃণমূল কংগ্রেসের বহু পঞ্চায়েত কে বিজেপিতে যোগদান করাতে পারতাম। এতদিন করিনি তবে আগামী দিনে তাদের যোগদান করানো হবে।

উত্তর দিনাজপুরের চা বাগান এলাকায় নীলগাই মারা যাওয়ায় চাঞ্চল্য

উত্তর দিনাজপুর ঃ চা বাগানের ভেতর থেকে নীলগাইয়ের দেহ উদ্ধারে ঘটনায় চাঞ্চল্য। ঘটনাটি চোপড়া ব্লকের লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গাঞ্জা বাড়ি চা বাগান এলাকার। স্হানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মঙ্গলবার সকাল থেকে গাঞ্জা বাড়ি এলাকায় দেখা গিয়েছিল নিল গাইটি। এরপর নীলগাইটি এদিক ওদিক ছুটতে থাকে। এরপর নীলগাইয়ের শরীরে একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। গ্রামবাসীদের অনুমান নীলগাইটি জখমের কারণে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে খবর পেয়ে চোপড়ার রেঞ্জের বনদপ্তরে কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে নীলগাইটির দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। গোটা ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে গ্রামবাসীরা।

বিহার থেকে চোরাই বাইক সহ গ্রেফতার ৩ অভিযুক্ত

উত্তর দিনাজপুর। মোটর বাইক উদ্ধারে আবারও বড়সড়ো সাফল্য পেল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ ,কিছুদিন আগেই ঘটনার সূত্রপাত হয় রায়গঞ্জের রুপাহারের সবজি বাজার এর সামনে ,দুই যুবক দুটি বেআইনি মোটর গাড়ি বিক্রি করতে এসেছিলেন,সেই খবর পেয়েই পুলিস সেখানে গিয়ে উদ্ধার করে বাইক দুটি এবং জানা যায় ওই দুই যুবক বাইক বিক্রি করতে এসেছিল রুপাহারে ,তারপরেই সেই যুবক কে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় বাইক দুটি চুরি করা ,থেকে আরও কিছু বাইক যা বাংলায় এসেছে। এরপর তল্লাশি চালিয়ে আরও দুটো বাইক উদ্ধার করে পুলিশ ,এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত তিনজন ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করলেও আরো একজনের তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ,জানা যায় উদ্ধার করা মোটর বাইক গুলি র মধ্যে তিনটি বাইক বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কসবা থানা এলাকার । আজ আসল মালিক কে ডেকে উদ্ধার হওয়া বাইক তার কিনা সেই বিষয়ে নিশ্চিত করেছেন রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

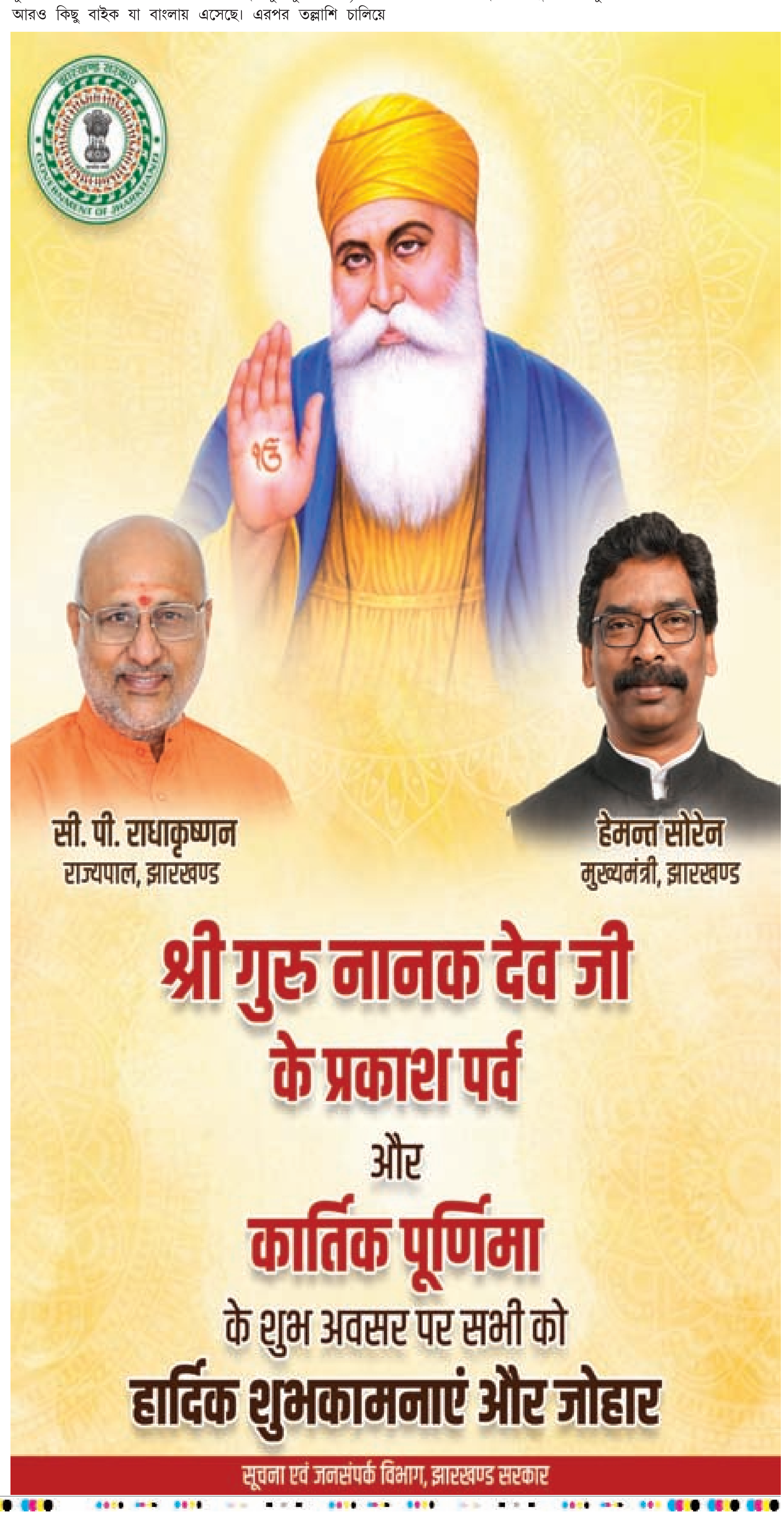

পশ্চিমবঙ্গে চাকরিপ্রার্থীদের দাবিপূরণ কি হবে?

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী মোদী কেন ব্রিকস ভার্চুয়াল বৈঠকে যোগ দেননি?

সম্প্রতি ব্রিকস দেশগুলির শীর্ষনেতাদের ভার্চুয়াল বৈঠক ছিল। সেখানে যোগ দেননি প্রধানমন্ত্রী মোদী। ছিলেন জয়শঙ্কর। এই বৈঠকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুটিন, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দ্য সিলভারা থাকলেও গত মঙ্গলবারের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদী ছিলেন না। সাধারণত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী মোদী সবসময়ই রীতিমতো সক্রিয় থাকেন। বিদেশে এই ধরনের শীর্ষবৈঠকে তিনি যোগ দেন। ভার্চুয়াল বৈঠকেও থাকেন। এর পরপরই জি২০এর ভার্চুয়াল বৈঠকে মোদী ছিলেন। সেই বৈঠকের উদ্যোক্তাও ছিলেন তিনিই। তাই ব্রিকসের বৈঠকে মোদী কেন থাকলেন না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আলোচনাও হচ্ছে। সরকারিভাবে এনিয়ে কোনো কথা বলা হয়নি। ভারতের অনেক সংবাদমাধ্যমই সূত্র উল্লেখ করে জানিয়েছে, সেই সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী রাজস্থানে প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন বলে বৈঠকে থাকতে পারেননি। তাই তার জায়গায় জয়শঙ্কর থেকেছেন। এই ধরনের বৈঠকে

প্রধানমন্ত্রী না থাকতে পারলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকেন। সেক্ষেত্রে কিছু বলার নেই। কিন্তু এই ধরনের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর যোগদান ও জয়শঙ্করের বৈঠকে থাকার থাকার মধ্যে একটা আকাশপাতাল ফারাক আছে। ভারত ছাড়া একমাত্র আর্জেন্টিনার শীর্ষ নেতা বৈঠকে যোগ দেননি। তাদেরও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। এছাড়া ছিলেন জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল আন্তোনিও গুতেরেস, সৌদি আরব, ইরান, আমিরাত, মিশর, ইথিওপিয়া, সাউথ আফ্রিকার নেতারা। প্রবীণ রাজনীতিক এবং তৃণমূলের রাজ্যসভার চিফ হুইপ সুখেন্দু শেখর রায় বলেছেন, ''ফিলিস্তিন-ইসরায়েলের সমস্যা এর একটা কারণ হতে পারে। এক্ষেত্রে চীন ও রাশিয়ার থেকে হয়ত একটু দূরত্ব তৈরি করতে চাইছেন মোদী।'' সুখেন্দু শেখর জানিয়েছেন, ''পরের দিকে প্যালেস্টাইন নিয়ে মোদী ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন। তবে হামাস নিয়ে ভারতের মনোভাব যথেষ্ট কড়া। আসলে যে মোদী প্রচার পেতে চান, যাকে বিজেপি বিশ্বগুরু বলে দাবি করছে তার অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। এটুকু বলতে পারি, এটা তার চরিত্রবিরোধী কাজ।'' রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ডয়চে ভেলেকে বলেছেন, ''বইয়ের ভাষায় আমরা এটাকে লো টোন ডিপ্লোমেসি বলি। আসলে এমন একটা পরিস্থিতির মুখে মোদী পড়েছেন, যেখানে পুরোপুরি ইসরায়েলের পক্ষ নেয়া মুসকিল, আবার তাদের বিরোধিতাও সম্ভব নয়।'' বিশ্বনাথের মতে, ''ফিলিস্তিনের পুরোপুরি বিরোধিতা করলে আরব দুনিয়া ভারতের উপর ক্ষুব্ধ হবে। সেটা ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী। আর ইসরায়েলের বিরোধিতা করলে পশ্চিমা দেশগুলির রোষের মুখে পড়বে ভারত। তাই আমার মনে হয়েছে, মোদী লো টোন ডিপ্লোমেসির কৌশল নিয়ে এগোচ্ছেন। সেজন্যই তিনি ওই বৈঠকে যোগ দেননি।'' গাজা নিয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একটা প্রস্তাব নেয়া হয়েছিল। তাতে ব্রিকস দেশগুলির অধিকাংশই ভোট দিয়েছিল। কিন্তু ভারত ভোটদানে বিরত থাকে। ব্রিকসের বৈঠকে জয়শঙ্কর বলেছেন, ভারত সবসময় সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করে। তারা পণবন্দি করে নিয়ে যাওয়াকেও সমর্থন করে না। প্রবীণ সাংবাদিক শুভাশিস মৈত্র জানিয়েছেন, ''নিঃসন্দেহে ফিলিস্তিন-ইসরায়েল প্রসঙ্গ এড়ানোটাই বড় কারণ। তার সঙ্গে অন্য কারণও থাকতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, এখন মোদীর মনোযোগ ভোটে জেতার দিকে। এই ব্রিকস বৈঠক নিয়ে তাই তিনি উৎসাহ হারিয়েছিলেন।''

নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে একাধিক মামলা আদালতে বিচারাধীন। এর ফলে নিয়োগে প্রক্রিয়া চলছে ধীর গতিতে। বিভিন্ন কারণে চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের নিয়োগে বাধাও তৈরি হয়েছে। সমস্যায় পড়া সেই উচ্চ প্রাথমিকের প্রার্থীরা অনশনে বসেছেন।

কলকাতা ময়দানে মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির নিচে ধর্না অবস্থান করছেন চাকরিপ্রার্থীরা। ইন্টারভিউয়ের দাবিতে ৫২৮ দিন ধরে চলছে অবস্থান। আন্দোলনের ঝাঁজ বাড়াতে সল্টলেকের করুণাময়ীতে বিকাশ ভবনের সামনে ৭২ ঘণ্টার অবস্থান ও অনশন শুরু করেন প্রার্থীরা।

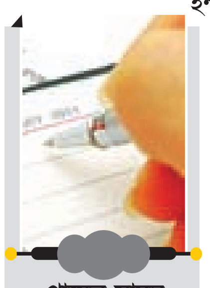

পায়েল সামন্ত
প্রাবন্ধিক

আদালতের নির্দেশে শনিবার দুপুর একটা পর্যন্ত অবস্থান চলে। এখানেই ধর্না চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন আন্দোলনকারীরা। কিন্তু পুলিশ তাদের সরিয়ে দেয় দেড়টা নাগাদ। ময়দানের পাশপাশি কেন অন্য জায়গায় অবস্থানের কর্মসূচি নিলেন প্রার্থীরা?

উচ্চ প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীদের বক্তব্য, ২০১৪ সালের সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে যে শূন্যপদের কথা বলা হয়েছিল, গত এক দশকে তা অনেকটাই বেড়েছে। এই সংখ্যা আপডেট করতে হবে। শিক্ষা দপ্তর থেকে বর্ধিত শূন্যপদের তথ্য পাঠাতে হবে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে। সেই প্রক্রিয়া দ্রুত করার দাবিতে শিক্ষা দপ্তরের প্রধান কার্যালয় বিকাশ ভবনের সামনে তিন দিনের অবস্থান কর্মসূচি নেয়া হয়।

মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির নীচে নিয়মিত প্রার্থীদের ধর্না চলে। সকাল ১০টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অবস্থান করেন তারা। তাতে এখনো সাড়া না মেলায় একেবারে বিকাশ ভবনের অদূরে পৃথক কর্মসূচির ভাবনা। দুই রাত খোলা আকাশের নীচে রাত কাটিয়েছেন প্রার্থীরা। মাথার উপরে ত্রিপল খাটিয়ে কংক্রিটে শুয়ে থাকতে হয়

তাদের।

শীতের মধ্যে পথের ধারে রাত্রিযাপন ও অবস্থানের ফলে বেশ কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েন। করুণাময়ী এলাকায় নারীদের জন্য নির্দিষ্ট শৌচাগার রাতে বন্ধ থাকায় সমস্যা হয়েছে অনেকের। এক অবস্থানকারীর দাবি, পুরসভার কাছে বায়ো টয়লেটের আবেদন জানিয়েও তা মেলেনি। যদিও পুরসভার দাবি, তারা কোনো আবেদন পায়নি।

শুক্রবার রাতে অবস্থান বিক্ষোভে গিয়ে এ ব্যাপারে তীব্র অসন্তোষ জানান কংগ্রেস নেতা ও আইনজীবী কৌস্তুভ বাগচী। তিনি নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীদের শৌচাগারের ব্যবস্থা করতে বলেন। কৌস্তুভের বক্তব্য, শীতের রাতে প্রকাশ্যে রাস্তায় শুয়ে থাকছেন আন্দোলনকারীরা। ন্যূনতম ব্যবস্থা নেই, আলোও পর্যাপ্ত নেই। এমনকি শৌচাগারের বন্দোবস্ত করা হয়নি। এদের মানবিকতা বলে কিছু নেই।

কৌস্তুভ ছাড়াও অবস্থানে এসেছেন বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়, বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। হিরণ বলেন, এদের জীবনের ১০টা বছর ফিরিয়ে দিতে পারব না। তবে দ্রুত সমস্যার সুরাহা করতে হবে। বিরোধী দলনেতার সঙ্গে কথা বলে আমি প্রধানমন্ত্রীকে বিষয়টি জানাতে চাই। যদি তিনি কোনোভাবে এই প্রার্থীদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন। ১০ বছর পর নির্ধারিত বয়সসীমা পার হয়ে যাওয়ায় অনেকেরই আর নতুন করে আবেদনের সুযোগ নেই। পুরনো বিজ্ঞপ্তি অনুসারে তারা বর্ধিত শূন্যপদে নিযোগে চাইছেন। এক চাকরিপ্রার্থী বলেন, আমরা চেয়েছিলাম ধরনায় এসে শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা সমস্যার কথা শুনুন। আলোচনা করুন। তারা আগের তুলনায় পদের সংখ্যা না বাড়ালে আমরা ইন্টারভিউ দিতে পারব না। নতুন করে আবেদনের প্রশ্ন নেই বয়সের বাধায়।

উচ্চ প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ আজ, শনিবার কালীঘাট ও হাজরা এলাকায় বিক্ষোভ দেখান। কাছেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের প্রিজন ভ্যানে তুলে সরিয়ে নিয়ে যায়। শুক্রবার একই জায়গায় মিছিল করেছিলেন স্কুলে নিয়োগপ্রার্থী টেট উত্তীর্ণরা।

নিয়োগ দুর্নীতিতে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জেলে। তার আমলের একাধিক কর্তাও দীর্ঘদিন কারাবন্দি। কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্ত ও মামলার শুনানি চললেও নিয়োগ নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন প্রার্থীদের বড় অংশ। করুণাময়ীতে উচ্চ প্রাথমিকের অবস্থানে গিয়েছিলেন শিক্ষাবিদ মিরাতুন নাহার। তিনি বলেন, এই রাজ্য সরকার অবস্থান, আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় নীরব থাকবে, কোনো ব্যবস্থা নেবে না। তাই সব আন্দোলনকে সংহত করে তার তীব্রতা বাড়াতে হবে। তৃণমূল মুখপাত্র শান্তনু সেন বলেন, রাজ্য সরকার নিয়োগ করতে আগ্রহী। যেখানে বাধা নেই, সেক্ষেত্রে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। বিরোধীরা মামলার জটিলতায় সেই প্রক্রিয়ায় বাধা তৈরি করছে।প্রবীণ শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার বলেন, দুর্নীতির জন্য কতজনের জীবন বলি হয়ে গেল, এতে লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। কবে এরা চাকরি পাবেন, জানি না।প্রশাসনের নিষ্ঠুর মনোভাব দেখে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের খারাপ লাগছে।

সরকার বদলালে সিলেবাসও বদলায়, জানে ভারত

গৌতম হোড়

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় কাঠামোগত পরিবর্তন আনা কঠিন। কিন্তু সিলেবাসে রাজনৈতিক মতাদর্শ গুঁজে দেওয়া সহজ।

ভারতের স্কুলিশিক্ষার ক্ষেত্রে একাধিক বোর্ড আছে। প্রতিটি রাজ্যের যেমন নিজস্ব শিক্ষাবোর্ড আছে, তেমনই আছে কেন্দ্রীয় শিক্ষাবোর্ড। এদেশে রাতারাতি সিলেবাস বদলে ফেলা সহজ নয়। আবার খুব কঠিনও নয়।

নব্বই সালের কথা মনে পড়ছে। আমরা তখন স্কুলছাত্র। দেখতাম, বাড়িতে বাবা জেঠুদের বন্ধুরা, পরিচিতরা নিয়মিত আসছেন এবং গভীর বৈঠকে বসছেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই খবরের কাগজে হেডলাইন পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম থেকে তুলে দেওয়া হচ্ছে ইংরেজি। খুব ভুল না করলে, সম্ভবত অষ্টম শ্রেণি থেকে ইংরেজি পড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে দিকে দিকে তখন পক্ষে বিপক্ষে সভা চলছে। আমাদের বাড়িতেই দুইটি বিতর্ক সভার আয়োজন করা হয়েছিল বলে মনে পড়ে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদেরা সেখানে পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা করেছিলেন।

খুব সহজে কি সেই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল? বলাই বাহুল্য, না। স্কুলের সিলেবাস কী হবে, তা ঠিক করার জন্য নির্দিষ্ট কমিটি থাকে। গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাবিদেরা সেখানে থাকেন। বহু আলোচনা, বাইরে থেকে মতামত গ্রহণ করেই সিলেবাসের কাঠামোগত পরিবর্তন করা হয়। ইংরেজি তুলে দেওয়া তেমনই এক কাঠামোগত পরিবর্তন ছিল। এবং এই ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শেষপর্যন্ত সরকারের শিলমোহর লাগে। সরকার সবুজ সংকেত দেওয়ার পরেই তা শিক্ষাব্যবস্থায় লাগু হয়। ৯০ সালে পশ্চিমবঙ্গে সেই কাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছিল। যদিও খুব বেশিদিন তা চলতে পারেনি। কিছু বছরের মধ্যেই সেই কাঠামোর ফের পরিবর্তন করা হয়। এখনো মনে পড়ে, সরকারের সেই পরিবর্তন নিয়ে তীব্র সমালোচনা হয়েছিল। সিলেবাস কমিটির বেশ কিছু সদস্যও ওই পরিবর্তন মেনে নিতে পারেননি।

অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার স্কুল শিক্ষার কাঠামোয় বেশ বড় রকমের পরিবর্তনের প্রস্তাব এনেছে। পরীক্ষাব্যবস্থা, প্রশ্নের ধরন, সিলেবাসের চলন এই সবকিছু নিয়েই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে সেই প্রস্তাবে। নিউ এডুকেশন পলিসি বা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি নামে পরিচিত ওই প্রস্তাব নিয়েও তীব্র বিতর্ক হচ্ছে। অনেকেই বলছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এই নতুন শিক্ষানীতিআসলে শিক্ষাব্যবস্থাকে গেরুয়াকরণের দিকে আরো একধাপ এগিয়ে দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্র তা মানছে না। কেন্দ্রীয় শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে নতুন শিক্ষানীতি চালু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গসহ বহু রাজ্যই এখনো তা গ্রহণ করেনি।

ভারতের সংবিধানে ৪২ নম্বর ধারায় শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা আছে। মনে রাখা দরকার, ভারত একটি ফেডারেল স্টেট বা যুক্তরাজ্যীয় রাষ্ট্র। এখানে রাজ্যের হাতে কিছু ক্ষমতা থাকে, কেন্দ্রের হাতে কিছু ক্ষমতা থাকে। সংবিধান সেই ক্ষমতা ভাগ করে দিয়েছে। সংবিধানের ৪২ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে শিক্ষা স্টেট সাবজেক্ট বা রাজ্যের বিষয়। ফলে প্রতিটি রাজ্য তার নিজস্ব শিক্ষা নীতি ঠিক করতে পারে। এবং সেই শিক্ষানীতি নির্দিষ্ট কমিটির হাত ঘুরে সরকারের কাছে পৌঁছায়। ১৯৭৬ সালে এই ধারায় একটি সংশোধন আনা হয়। শিক্ষা যৌথ বিষয় বা কনকারেন্ট লিস্টে গৃহীত হয়। অর্থাৎ, কেন্দ্র এবং রাজ্যের সমানাধিকার থাকবে শিক্ষার বিষয়ে। এর মূল কারণ, কেন্দ্র এবং রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষা।

যৌথ বিষয় হলেও, কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি সম্পূর্ণভাবে মানতে বাধ্য নয় রাজ্য। আবার কোনো রাজ্যের নির্দিষ্ট শিক্ষানীতি মানতে বাধ্য নয় ওই রাজ্যেই অবস্থিত কেন্দ্রীয় শিক্ষাকেন্দ্র। সকলেই তার নিজস্ব রাস্তায় চলতে পারে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষার জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য নিজেদের শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনা করে, একটি মূলগত সমতা বজার রাখআর চেষ্টা করে।

শিক্ষার পরিকাঠামোগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এখনো কেন্দ্র এবং রাজ্য এই ভারসাম্য বজায় রেখেই চলছে। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষাব্যবস্থায় সাংঘাতিক কোনো তফাত নেই। কিন্তু যতদিন যাচ্ছে, সিলেবাসে আমূল তফাত তৈরি হচ্ছে। আর এর সবচেয়ে বড় কারণ রাজনীতি।

একসময় স্কুল সিলেবাসে সামান্য পরিবর্তন হলেও তা নিয়ে রীতিমতো আলোচনা হতো। সরকার আইনসভার ভিতর এবং বাইরে বিতর্ক আহ্বান করতো। ইদানীং সে সব চল আর নেই বললেই চলে। কথা নেই বার্তা নেই, সিলেবাস বদলে দেওয়ার এক আশ্চর্য চল শুরু হয়েছে গত কয়েক দশক ধরে। এবং এই সিলেবাস পরিবর্তন মূলত রাজনৈতিক।

কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। পশ্চিমবঙ্গের স্কুলপাঠ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা পড়ানো হয়। ২০০৬ সালে ঘটে যাওয়া সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলন স্কুলপাঠ্যে ঢোকানো হয়েছে। এর থেকে স্পষ্ট, স্কুলপাঠ্যকে আসলে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ঠিক একইরকম ভাবে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিইআরটি) নিয়মিত জাতীয় স্কুলপাঠ্যের পাঠক্রম বদলে চলেছে। ইতিহাস বই থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে মুঘল আমল। দক্ষিণপন্থি রাজনীতির আলাদা চ্যাপ্টার যোগ করা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের স্কুলপাঠ্য থেকে বাদ গেছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা। যুক্ত হয়েছে বাবা রামদেবের লেখা। এই ধরনের পরিবর্তনকে ঠিক কাঠামোগত পরিবর্তন বলা যায় না। এই ধরনের পরিবর্তনের জন্য খুব বেশি কাঠখড়ও পোড়াতে হয় না। সন্তর্পনে এই কাজগুলি ধীরে ধীরে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর এইভাবেই পাঠক্রম নিয়ে রাজনীতি সমানে চলছে। গত কয়েকদশকে এই পরিবর্তনের মাত্রা এতটাই বেড়ে গেছে যে ইদানীং তা নিয়ে কোথাও কোথাও আলোচনা, বিতর্ক শুরু হয়েছে।

ভারতের মতো বিরাট দেশে রাতারাতি শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামো বদলে ফেলা সহজ নয়। এখানে কমিটি গঠনের জন্যও কমিটি বসানো হয়। আলোচনার বিষয় স্থির করার জন্য আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। এর যেমন অনেক খারাপ দিক আছে, তেমন কিছু ভালো দিকও আছে। হঠকারী সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগে। যে কোনো সিদ্ধান্তেই চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের সুযোগ বেশি। কিন্তু স্কুলপাঠ্য থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়ার মতো হঠকারী সিদ্ধান্ত একবার নেওয়া হয়ে গেলে তার পরিবর্তন করতেও অনেকটা সময় লেগে যায়। বলি হয়ে যায় একটা গোটা প্রজন্ম।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে যে পরীক্ষানিরিক্ষা শুরু করেছে, তার প্রভাবও আজ দেখা যাবে না। কয়েকদশক পর একটা আস্ত প্রজন্মকে এর জন্য ভুগতে হবে।

জানা অজানা

পররাষ্ট্রসচিবের বৈঠকে সীমান্তজল নিয়ে কথা

শুক্রবার দুপুরে ভারত ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিবরা বৈঠক করলেন। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে কথা হয়েছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন বৃহস্পতিবার ভারতে এসেছেন। শুক্রবার দুপুরে তিনি এবং ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিনয় কোয়াত্রার সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করলেন।

বৈঠকের পর ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী এক্সে(সাবেক টুইটার) লিখেছেন, ''দুই দেশের পররাষ্ট্রসচিবের বৈঠকে অনেকগুলি বিষয় উঠে এসেছে। তারা সীমান্ত ও সুরক্ষা নিয়ে কথা বলেছেন। আর্থিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, জলবঃটন, উন্নয়ন সহযোগিতা ও আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন।''

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই বৈঠকের ছবি দিয়ে এক্সে জানিয়েছে, হায়দরাবাদ হাউসে দুই দেশের পররাষ্ট্রসচিবের বৈঠক হয়েছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার খান বার্তাসংস্থা এএনআইকে বলেছেন, ''এটা হলো দ্বিপাক্ষিক ফরেন অফিস কনসালটেশন(এফওসি)। প্রতি বছরই এটা হয়ে থাকে। ভারতের পররাষ্ট্রসচিব কখনো বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিবকে আমন্ত্রণ জানান। কখনো বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিবকে আমন্ত্রণ জানান।''

তিনি জানিয়েছেন, ''দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়েই কথা হবে। যাতায়াতের পথ সুগম করা, সীমান্ত সমস্যা, জলবন্টনের বিষয়টা গুরুত্ব পাবে। আমরা অনেকটা এগিয়েছি। মানুষের প্রত্যাশা বেড়ে গেছে। আমরা দুই দেশ আরো কিছু দেয়ার চেষ্টা করব।'' শাহরিয়ার বলেছেন, ভারত শুধু বাংলাদেশের বন্ধু দেশ তাই নয়। বাংলাদেশও ভারতের বন্ধু। আসন্ন নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, ''বাংলাদেশের মানুষ তাদের প্রতিনিধি বেছে নেবে। আমার প্রত্যাশা হলো ভালোভাবে নির্বাচনপর্ব কাটবে।''

রাতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব ৯০টি দেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে নৈশভোজ সহ আলোচনায় বসবেন। এই দেশগুলির দূতাবাস বাংলাদেশে নেই। তাই তাদের কাছে বাংলাদেশের পরিস্থিতি, তাদের অগ্রগতি ও উন্নয়নের বিষয়টি নিয়েই মাসুদ বিন মোমেন বেশি করে কথা বলবেন।

সাময়িকী

রামকৃষ্ণ পরম হংসদেবের বাণী ও জন মানবের ব্যক্তিত্বের বিকাশ

শ্রী রামকৃষ্ণ একটি অমর নাম,শ্রদ্ধার ও সম্মানের নাম।উনবিংশ শতাব্দীর একটি উজ্বল তারকা,পথ প্রদর্শক, লোকগুরু,চূড়ান্ত মানব প্রেমিক ও মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব।কেউ তাঁকে একজন পাগল ঠাকুর বলেন,কেউ বলেন রানী রাসমণি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দক্ষিনেশ্বর কালী মন্দিরের পূজারী।কেউ বলেন রামকৃষ্ণ একজন মহাপুরুষ,কেউ বলেন একজন উঁচু ধরণের সাধক,কেউ বলেন তিনি একজন অবতার,নররূপী নারায়ণ,কেউ বলেন তিনি স্বয়ং ঈশ্বর,মানব দেহ নিয়ে লীলা করতে এসেছিলেন,ধর্ম কে রক্ষা করতে এসেছিলেন,পাপী তাপিকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন,মানুষের মনের দ্বন্দ, বিভেদ, অন্ধবিশ্বাস,কুসংস্কার,ধর্মান্ধতা দূর করতে এসেছিলেন।কেউ বলেন তিনি ধর্ম সমন্বয় করতে এসেছিলেন,ধর্মের নামে লড়াই,ঝগড়া,হিংসা,ঘৃণা ও রক্তপাত বন্ধ করতে এসেছিলেন।কেউ বলেন তিনি ত্যাগ দেখাতে এসেছিলেন,ঈশ্বরে বিশ্বাস জাগাতে ও মানুষ কে ভালোবাসা শিখাতে এসেছিলেন।যার যেমন চোখ,যার যেমন ভাব সে সেইভাবে রামকৃষ্ণ কে দেখেন।প্রকৃত পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ এ যুগের বিস্ময়।

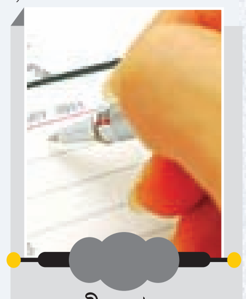

সুনীল কুমার দে
প্রাবন্ধিক

এই পৃথিবীতে মানুষ না খেয়ে যত না মরে বা মরেছে তার থেকে বেশি ধর্মের নামে লড়াই করে মরে ও মরেছে।এটা আমার কথা নয় স্বামী বিবেকানন্দের কথা।আমি কোনো ধর্মের নিন্দা বা প্রশংসা করছি না বা ধর্ম বিরোধী কথা বলছি না বা ধর্ম কে আফিম বলছি না,আমি ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে এ কথা বলছি।এই পৃথিবীতে কোনো ধর্ম ছোট বা বড় নয় এটা শ্রীরামকৃষ্ণের কথা।ধর্ম মানব জীবনের সাথে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে ধর্ম কে বাদ দিয়ে কোনো কথা চলে না।ধর্ম সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলেছেন ও করে দেখিয়েছেন তা যদি আমরা প্রকৃত পক্ষে অনুধাবন করি ও তাঁর পথে হাঁটতে শুরু করি তাহলে ধর্ম নিয়ে লড়াই ঝগড়া ও বিবাদ তো দূর হবেই সাথে সাথে আমাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হবে।আমাদের মন পবিত্র,সুন্দর ও উদার হবে।তিনি বলেছেন,,ঈশ্বর এক নাম অনেক।এক রাম তার হাজার নাম।একই ঈশ্বর কে কেউ রাম,কেউ কৃষ্ণ,কেউ হরি,কেউ শিব,কেউ দুর্গা,কেউ কালী,কেউ আল্লাহ আবার কেউ গড বলে।একজন ব্যক্তি যেমন কারো বাবা,কারো স্বামী,কারো দাদা,কারো মামা,কারো বন্ধু,কারো সখা তেমনি একই ঈশ্বর কারো পিতা,কারো মাতা,কারো বন্ধু সখা প্রভৃতি।একটি পুকুরে তিনটি ঘাট।এক ঘাটে হিন্দুরা জল নিচ্ছে বলছে জল,মুসলমানেরা জল নিচ্ছে বলছে পানি ও খ্রিস্টানেরা জল নিচ্ছে বলছে ওয়াটার।একই বস্তু কিন্তু বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন নামে পরিচিত।রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন,,,অনন্ত সাগরে যাওয়ার অনন্ত যে পথ।বিভিন্ন নদী যেমন বিভিন্ন পথে গিয়ে একই সাগরে মিলিত হয় তেমনি বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বিভিন্ন পথে ও মতে সাধনা করে একই ঈশ্বর কে লাভ করে।যত মত তত পথ।তাই ধর্ম ও ঈশ্বর নিয়ে ঝগড়া করার কিছুই নেই।একজন কে মানো ও অপর জন কে শ্রদ্ধা ও সম্মান করো।ব্যাকুলতা থাকলে অরুনোদয় হবে ও ভগবান কে পাবে।খুবই দুঃখের বিষয় এই পৃথিবীতে আমরা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারি না।নিজের ভাব অপরের ঘাড়ে জোর করে চাপাতে চাই।শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের কে সকল ধর্ম ও সকল মত পথ কে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে শিখিয়েছেন।আমরা যদি শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ধর্মের কথাকে মেনে চলি বা গ্রহণ করি তাহলে আমাদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে লড়াই ঝগড়া,বিবাদ,হিংসা ঘৃণা সব দূর হয়ে যাবে।আমাদের মন উদার ও সুন্দর হবে।আমাদের ব্যক্তিত্বের যথার্থ বিকাশ হবে।এই মাটির পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ হলেও তিনি প্রচন্ড ভাবে মানবতাবাদী ছিলেন।তিনি সকল মানুষের মধ্যে ঈশ্বর কে দেখতেন।তাই তিনি বলেছেন,,মাটির প্রতিমায় পুজো হয় আর জ্যান্ত মানুষের পুজো হবে না।যত্র জীব তত্র শিব।জীব সেবাই শিব সেবা।জীবের সেবা করলে শিব বেশি সন্তুষ্ট হবেন।একেবারে নুতন কথা বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।একবার রানী রাসমনির জামাই মথুর বাবুকে ঠাকুর গরিবদের সেবা করার কথা বলেছিলেন তীর্থে যাওয়ার পথে।মথুর বাবু তাতে অসম্মতি জানিয়েছিলেন।তাতে ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন,, যা শালা তোর পাথরের শিব দেখতে আমি কাশী যাব না।এখানে জ্যান্ত শিব গুলো না খেয়ে মরছে আর তোর পাথরের শিব দেখতে কাশী যাবো।ঠাকুরের যুক্তি শুনে মথুর বাবু গরিবদের সেবা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।কি উদার ও আধুনিক বিচার ধারা ছিলো ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের।এর থেকে বড় সাম্যবাদের কথা আর কি হতে পারে।আমরা ভগবানকে কেবল মাত্র মন্দির,মসজিদ,গির্জা ও গুরুদ্বারে খুঁজে বেড়াই ছবি ও মূর্তিতে দেখতে চাই,তিনি যে সর্ব ব্যাপী আছেন,সকল মানুষ ও জীবের মধ্যে আছেন এটা অনুভব করতে পারি না।ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের কে নুতন শিক্ষা দিলেন,,জীবের সেবা করলে শিবের সেবা করা হয়,জীব কে ভালোবাসলে শিব কে ভালোবাসা হয়।শ্রীরামকৃষ্ণের এই আদর্শ ও ভাব ধারাকে আমরা যদি গ্রহণ করতে পারি তাহলে আমাদের মধ্যে জাতপাত,উচ্চনিচ, ছুঁয়াছুত,ভেদাভেদ কিছুই থাকবে না।আমাদের ব্যক্তিত্ব ঝলমল করে উঠবে। এই পৃথিবীর মানুষ দুটোর পিছনে ছুটছে,এক কামিনী দুই কাঞ্চন।কামিনী অর্থে শুধু নারী নয়,কামিনী অর্থে কামনা ও বাসনা আর কাঞ্চন অর্থে ধন দৌলত,টাকাকড়ি, গাড়ি বাড়ি।সারা জীবন এই দুটোর পিছনে ছুটছি আমরা।আর এরজন্য কি না করছি অপকর্ম,কুকর্ম,দুষ্কর্ম,ছল চাতুরী আরো কত কি।ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন,,এই কামিনী কাঞ্চন ই হলো মায়া।এই নিয়ে মানুষ বেঁহুশ হয়ে আছে।কামিনী ও কাঞ্চন মানুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য নয়।মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ।তাই বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু দরকার ততটুকুই করা দরকার তার বেশি নয়।বেশি বাড়াবাড়ি করলেই অশান্তি ভোগ করতে হবে।ঠাকুরের মুল কথা হলো জীবনে সন্তুষ্টি দরকার।যার জীবনে সন্তুষ্টি আছে তার জীবনে শান্তি আছে।ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য ঠাকুরের আদর্শ খুবই প্রাসঙ্গিক। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগের জ্বলন্ত প্রতীক।তিনি মানুষ কে ত্যাগ শিখাতে এসেছিলেন।ত্যাগ ছাড়া সমাজের ও দেশের কোনো কাজ সম্ভব নয়।আমরা বিনা স্বার্থে কিছু করতে চাই না,কোথাও যেতে চাই না।কিছু চাই না অথচ কাজ করি এই ভাব আজ মানুষের মধ্যে নেই।তাই ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজ জীবনে ও আমাদের ত্যাগের প্রয়োজন।এই ত্যাগের আদর্শ শিখতে হলে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী কে অনুধাবন করতে হবে।

পাঠকের চিঠি

যোগের দ্বারা সব সম্ভব

স্বামীজী বিশ্ব জয় করে দেশে ফেরার পথে এক জার্মান ফিলোসফারের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। একদিন রাতে ডিনার সেরে দুজনে স্টাডি রুমে বসে গল্প গুজব করছিলেন। স্বামীজীর হঠাৎ একটি সাতশো পাতার বইয়ের দিকে নজর পড়ে। কৌতুহল বশত স্বামীজী বইটির সম্পর্কে জানতে চান। স্বামীজীর কথা শুনে ঐ জার্মান ফিলোসফার বলেন - ঐ বইটি জার্মান ভাষায় লেখা, আর আপনিতো জার্মান ভাষা জানেন না,তাই ঐ বইটি আপনার কোনো কাজে লাগবে না। ফিলোসফারের কথা শুনে স্বামীজী এক ঘন্টার জন্য বইটি চাইলেন। স্বামীজীর কথা শুনে ফিলোসফার আবার বললেন - আপনি কি মনে করেন যে,এক ঘন্টার মধ্যে আপনি ঐ বইটি পড়ে ফেলবেন ? ঐ বইটি বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি পড়ছি, বইটি এতোটাই জটিল যে কিছুই বুঝতে পারছি না। আর আপনি যেখানে জার্মান ভাষাই জানেন না, সেখানে ঐ বইটি নেড়ে ঘেঁটে করবেন কি ? স্বামীজী বললেন - দিন না বইটি এক ঘন্টার জন্য, তারপর দেখি কি করা যায় ! অগত্যা ফিলোসফার স্বামীজীর হাতে বইটি দিলেন। স্বামীজী বইটি দুহাতের মধ্যে রেখে চোখ বন্ধ করে সমাধিস্থ হলেন। প্রায় এক ঘন্টা পর ধীরে ধীরে চোখ খুললেন এবং বললেন হয়ে গেছে। এতে তেমন কিছু বিশেষ নেই। স্বামীজীর কথা শুনে এইবার ফিলোসফার বেজায় চটে গেলেন। তিনি রাগের মাথায় বলে বসলেন - এ কি বুজরুকি হচ্ছে নাকি ? আমি একজন জার্মান হয়ে বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে বইটি পড়ে শেষ করতে পারিনি। আর এই বইয়ের জটিল অর্থ বুঝতে আমার অবস্থা কাহিল হয়ে যাচ্ছে, আর আপনি কিনা বলছেন এই বইটির মধ্যে তেমন কিছু নেই ? যেখানে আপনি জার্মান ভাষাটা পর্যন্ত জানেন না। অবশেষে আপনিও একজন বুজরুকি দলের লোক হলেন ! স্বামীজী একটু মৃদু হেসে বললেন - আমার দিক থেকে হয়ে গেছে, আপনার এই বইটি সম্পর্কে কিছু যদি জানার থাকে তবে আপনি জেনে নিতে পারেন। তবে এই বইটিতে বিশেষ কিছু নেই। এইবার স্বামীজীর কথা শুনে জার্মান ফিলোসফার আরো চটে গেলেন, এবং রাগান্বিত হয়ে স্বামীজীর কাছে জানতে চাইলেন - বইটির ৬৩৬ নং পৃষ্ঠায় কি লেখা আছে ? স্বামীজী আবার মৃদু হেসে ৬৩৬ নং পৃষ্ঠার প্রত্যেকটি শব্দ প্রত্যেকটি অক্ষর দাড়ি কমা সমেত বলে দিলেন। শুধু বললেন না পুরোটা ব্যাক্ষা করে বুঝিয়ে দিলেন। স্বামীজীর উত্তর শুনে জার্মান ফিলোসফার অবাক হয়ে গেলেন, এবং কি ভাবে এটা সম্ভব হলো জানতে চাইলেন ! স্বামীজী হেসে বললেন - কেন ,আপনারাই তো আমাকে বিবেকানন্দ বলে ডাকেন।যার বিবেক সম্বন্ধে বোধ আছে, সেই তো বিবেকানন্দ। আমরা ভারতীয় সন্ন্যাসী।যোগ শাস্ত্র আমরা পড়ি তাঁর সম্পর্কে আমরা জানি।যোগের দ্বারা সব কিছু সম্ভব।আর এই বইতো মাত্র সাতশো পাতার।

সুনীল কুমার দে, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

আগামী ২৮ নভেম্বর বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া টি টোয়েন্টি ম্যাচের ইতিমধ্যে ২৫ হাজার টিকিট বিক্রি, যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পূর্ণ বলে মন্তব্য এসিএ সভাপতি তরঙ্গ গগৈর

অসমের রিয়ান পরাগ সহ চার পাঁচ জন খেলোয়াড় নজরে এসেছেন বলে উল্লেখ বিসিসিআই এর যুগ্ম সচিব দেবজিত শইকীয়ার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসমবাসীর জন্য সুখবর। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা সাতটা থেকে গুয়াহাটি মহানগরের বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া টি টোয়েন্টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই টি টোয়েন্টি ক্রিকেট ম্যাচের জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ করে তোলা হয়েছে বলে জানালেন এসিএ সভাপতি তরঙ্গ গগৈ। তিনি বলেন এই ক্রিকেট ম্যাচের জন্য ইতিমধ্যে ২৫ হাজার টিকেট বিক্রি হয়েছে। মোট ৩৭ হাজার টিকিটের মধ্যে এখনও দশ হাজারের অধিক টিকেট বুক মাই শোতে উপলব্ধ রয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। তাছাড়া অসমের রিয়ান পরাগ সংক্রান্তে বর্তমান বিসিসিআই তথা জাতীয় সংবাদ মাধ্যমে আলোচনা চলছে বলে জানান বিসিসিআই এর যুগ্ম সচিব দেবজিত শইকীয়া। তিনি বলেন শুধুমাত্র রিয়ান পরাগ নয় রাজ্যের আকাশ সেনগুপ্ত সহ চার পাঁচ জন খেলোয়াড় বর্তমান বিসিসিআই এর নজরে এসেছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারতকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। সারা দেশবাসীর জন্য এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। তবে বিশ্বকাপের ফাইনালে থাকা দুটি দল এবার গুয়াহাটি মহানগরে টি টোয়েন্টি ম্যাচে অংশগ্রহণ করতে চলেছে। আগামী ২৮ নভেম্বর সন্ধ্যা সাতটা থেকে বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এই ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। এই সংক্রান্তে শনিবার বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামের প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে অসম ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি তরঙ্গ গগৈ বলেন ২৭ নভেম্বর বিকাল পাঁচটায় একই বিমানে চড়ে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল দুটো মহানগরের লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে উপস্থিত হবে। ভারতীয় দল জালুকবাড়ির রেডিসন ব্লু হোটেলে থাকবে এবং থানাপাড়ার বিভানতা হোটেলে আশ্রয় নেবে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল।

এসিএ সভাপতি তরঙ্গ গগৈ বলেন এই টি টোয়েন্টি ক্রিকেট ম্যাচের জন্য ইতিমধ্যে ২৫ হাজার টিকেট বিক্রি হয়ে গেছে। মোট ৩৭ হাজার টিকিটের মধ্যে বর্তমান ১০০০০ এরও অধিক টিকেট বুক মাই শোতে উপলব্ধ রয়েছে। অনলাইন নেওয়া টিকেট বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে হার্ডকপি প্রিন্ট আউট করে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া কিছু সংখ্যায় অফলাইন টিকেটও এই স্টেডিয়ামে রয়েছে। জিও সিনেমা এবং বাইকম ১৮ চ্যানেলে এই ম্যাচের সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। খেলার দিন বিকাল চারটায় স্টেডিয়ামের গ্যালারির গেট দর্শকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। যেহেতু সম্পূর্ণ খেলা রাতে অনুষ্ঠিত হবে এর জন্য বিশেষ লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানালেন অসম ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি তরঙ্গ গগৈ।

অন্যদিকে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থেকে ভারতীয় ক্রিকেট সংস্থা তথা বিসিসিআই এর যুগ্ম সচিব দেবজিত শইকীয়া বলেন বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারত পরাজিত হলেও টি টোয়েন্টি ম্যাচের জন্য দর্শকদের উৎসাহ বিন্দুমাত্র কমে যায়নি। উদাহরণ স্বরূপে তিনি বলেন ১৯৮৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশ্বকাপে ভারতের হাতে পরাজিত হয়েছিল। অথচ ১৯৮৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর গুয়াহাটির নেহেরু স্টেডিয়ামে আয়োজিত ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট ম্যাচে দর্শকদের উপস্থিতি মোটেও কমে যায়নি। বরং সেটি টিকিটের ক্ষেত্রে হাউস ফুল হয়েছিল। ঠিক একই ভাবে আগামী ২৮ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় টি টোয়েন্টি ক্রিকেট ম্যাচের ক্ষেত্রে দর্শকরা ব্যাপক উৎসাহ দেখাবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। ম্যাচের দিন বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ডিজে শো, লাইট শো এবং ফায়ার ওয়ার্কসের ব্যবস্থা থাকবে। তবে এই ধরনের ব্যবস্থার জন্য একদিনে ক্রিকেট ম্যাচে মাঝখানে চল্লিশ মিনিট পাওয়া গেল টি টোয়েন্টি ম্যাচে শুধুমাত্র ১০ মিনিট সময় পাওয়া যায় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বিসিসিআই এর যুগ্ম সচিব দেবজিত শইকীয়া বলেন বলেন অসমের রিয়ান পরাগ ভারতীয় ক্রিকেট দলের স্থান পাননি। কিন্তু তাকে নিয়ে বর্তমান বিসিসিআই তথা জাতীয় সংবাদ মাধ্যমে আলোচনা চলছে। এটাই অনেক বড় বিষয়। রোম একদিনের নির্মাণ হয়নি। ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রে সময় লাগবে। রিয়ান পরাগ বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রিকেট খেলে অবশেষে ভারতের ইমারজিং টিমের সদস্য হয়ে কলম্বতে খেলতে গিয়েছিলেন। এভাবে তিনি নিজের নাম জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন। এবার তাকে নিয়ে যে আলোচনা চলেছে সেটা আগে কোনদিনও হয়নি। ফলে ভবিষ্যতে তার খেলার পারফরম্যান্স উন্নত হতে থাকলে ভারতীয় ক্রিকেট দলে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। ইতিমধ্যে রাজ্যের উমা ছেত্রী ভারতী মহিলা দলে সুযোগ পেয়েছেন। এটাও অনেক বড় বিষয়। তবে শুধুমাত্র রিয়ান পরাগ নয় রাজ্যের আকাশ সেনগুপ্ত সহ চার পাঁচ জন খেলোয়াড় বর্তমান বিসিসিআই এর নজরে এসেছেন বলে মন্তব্য করেন বিসিসিআই এর যুগ্ম সচিব দেবজিত শইকীয়া। উল্লেখ্য আকাশ সেনগুপ্ত গোয়ালপাড়া জেলার অলরাউন্ডার ক্রিকেট খেলোয়াড়। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে এসিএর সচিব ত্রিদিব কোওর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

টুকরো খবর

রক্তের কোনো বিকল্প নেই ঃ বিদ্যুৎ বরণ মাহাতো

পরশুডি মণ্ডল সমিতির ২২ তম রক্তদান শিবির আয়োজিত যেখানে ৫৮জন লোক স্বেচ্ছায় রক্তদান করলেন

পোটকা ঃ ২৬ শে নভেম্বর পরশুডি তে মণ্ডল সমিতির ২২ তম রক্তদান শিবির আয়োজিত হলো যেখানে মোট ৫৮ জন লোক স্বেচ্ছায় রক্তদান করলেন।এই উপলক্ষে মুখ্য অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন সংসদ বিদ্যুৎ বরণ মাহাতো,বিশিষ্ঠ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পটকার বিধায়ক সঞ্জীব সরদার,সম্মানীয় অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বিধায়ক মেনকা সরদার,জিলা পরিষদ বা রি মুর্মু,জিলা পরিষদ সহ সভাপতি পঙ্কজ সিনহা,পূর্ব জিলা পরিষদ সুদীপ্ত দে,সাহিত্যিক ও সমাজ সেবি সুনীল কুমার দে,সমাজ সেবী গনেশ সরদার,মনোজ কুমার সরদার,সনত মণ্ডল,ত্রিদ্বীব চট্টরাজ, শঙ্কর মুন্ডা,পল্টু মণ্ডল,কৃষ্ণ মণ্ডল,মুখিয়া দেবী ভূমিজ,স্বপন মিত্র,যমুনা মণ্ডল,রিতা মণ্ডল প্রমুখ।বিদ্যুৎ বরণ মাহাতো সংযুক্ত রূপে দীপ জ্বেলে শিবিরের শুভ উদ্বোধন করলেন তিনি বললেন, রক্তের কোনো বিকল্প নেই।বিধায়ক সঞ্জীব সরদার বললেন,,,রক্তদান একটি মহান দান।সুনীল কুমার দে বললেন,,রক্তদান মানে মানবতার সেবা করা।দিলীপ মন্ডল সভা সঞ্চালন করলেন।স্বাগত ভাষণ দিবাকর মন্ডল ও ধন্যবাদ দিলেন হর মোহন মণ্ডল।শিবিরে সহযোগিতা করলেন প্রদীপ কুমার মণ্ডল,বলরাম মন্ডল,অজিত কুমার মন্ডল,উজ্বল মন্ডল,তরুণ মন্ডল,বিপ্লব মন্ডল,দিলীপ মন্ডল,শ্যামল মন্ডল,লক্ষী চরণ মণ্ডুল,অঞ্জলি মন্ডল,এস,কে,সিং,কমল কুমার মণ্ডুল,ডাক্তার অশোক কুমার আরো অনেকেই।

পূর্ত উদ্যোগ বাণিজ্য পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন পরিবহন গৃহনির্মাণ এবং নগর পরিক্রমা বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিভাগের অর্থের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট নির্ধারিত সময়ে জমা দেওয়ার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ গত কয়েকদিন ধরে রাজস্থানে ব্যাপকভাবে বিধানসভার নির্বাচনী প্রচার অভিযানে অংশ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তার আগে ছত্রিশগড়েও একইভাবে বিভিন্ন নির্বাচনী প্রচার অভিযানে বিজেপির হয়ে স্থানীয় প্রার্থীদের স্বার্থে ভোট চেয়ে বিভিন্ন জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন তিনি। তবে রাজস্থান থেকে রাজ্যে ফিরে আসার পর তড়িঘড়ি সরকারি দায়িত্ব পালনে ব্রত হয়ে পড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এরই অংশ হিসেবে রাজ্যের বেশ কয়েকটি বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হয়েছেন তিনি। রাজস্থান থেকে ফিরে এসেই অর্থ সহ বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। এই বৈঠকে পূর্ত, উদ্যোগ, বাণিজ্য, পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন, পরিবহন, গৃহনির্মাণ এবং নগর পরিক্রমা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিভাগের মূলধন ব্যয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন তিনি। প্রতিটি বিভাগের কাজের অগ্রগতি তথা নানা সমস্যা সম্পর্কে প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাছাড়া বৈঠকে বিভিন্ন সময়ে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট না দেওয়ার ফলে সৃষ্টি হওয়া সমস্যার ক্ষেত্রেও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই বিভাগ গুলোতে বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে অব্যাহত থাকা কাজ কর্মের অর্থ ব্যবহারের প্রমাণ পত্র অর্থাৎ ফান্ড ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য বিভাগীয় অফিসারদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করা এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমলের যাবতীয় ক্ষোভ বিজেপির পরিবর্তে কংগ্রেসের দিকে বলে মন্তব্য বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার

করিমগঞ্জ, ধুবড়ি, বরপেটার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে রাজ্যের অন্যান্য সংখ্যালঘু এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা প্রদর্শনের আহ্বান

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ কাজিরাঙ্গা লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আগ্রহী কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাকে শুধুমাত্র জন্তুরা ভোট দেবে বলে মন্তব্য করেছিলেন এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমল। তাছাড়া বাংলাদেশী, ডি ভোটার, এনআরসির সমস্যার জন্য কংগ্রেসের দুই প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রীকে লক্ষ্য হিসেবে ধার্য করেছেন। এবার আজমলের এই কার্যকলাপের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। তিনি বলেন সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করা এআইইউডিএফ সভাপতির যাবতীয় ক্ষোভ বিজেপির পরিবর্তে কংগ্রেসের দিকে রয়েছে। তাকে করিমগঞ্জ, ধুবড়ি, বরপেটার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে রাজ্যের অন্যান্য সংখ্যালঘু এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ১৫ টি দলের বিরোধী ঐক্য মঞ্চে স্থান না পেলেও এআইইউডিএফ নিজস্বভাবে নিজেদের প্রস্তুতি অব্যাহত রেখেছে। বিশেষ করে করিমগঞ্জ, ধুবড়ি এবং নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে এই তিনটি কেন্দ্রে ব্যাপক প্রচার অভিযান অব্যাহত রেখেছে এআইইউডিএফ। এই তিনটি কেন্দ্রে বিভিন্ন জনসভায় অংশগ্রহণ করে বিজেপির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে কংগ্রেসের বিশেষ করে সভাপতি ভূপেন বরার কঠোর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। কাজিরাঙ্গা লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আগ্রহী কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাকে শুধুমাত্র জন্তুরা ভোট দেবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তাছাড়া ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রে ৬-৭ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয় নিশ্চিত বলে ঘোষণা করে তিনি বাংলাদেশী, ডি ভোটার, এনআরসির সমস্যার জন্য কংগ্রেসের দুই প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়া এবং তরুণ গগৈকে মূল দোষী বলে আখ্যা দিয়েছেন।

মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের এই ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক তথা বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। তিনি বলেন সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করা এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমলের যাবতীয় ক্ষোভ বিজেপির পরিবর্তে কংগ্রেসের দিকে রয়েছে। বিজেপি লোকসভা কিংবা বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু বিভাগ তথা সেল রাখলেও কোনো সংখ্যালঘু প্রার্থীকে টিকেট দেয় না। সংখ্যালঘুদের ভোটে আকর্ষিত করার জন্য বিজেপি এই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে কিন্তু সংখ্যালঘুদের টিকেট দিচ্ছে না। অথচ এআইইউডিএফ সভাপতি এক্ষেত্রে নীরব রয়েছেন। কংগ্রেস কোনদিনও বিজেপির মতন ঘোষণা করেনি যে সংখ্যালঘুদের ভোট চাই না। সংখ্যালঘুরা কংগ্রেসের ভোট ব্যাং নয়। এরপরেও কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষতার খাতিরে প্রত্যেকের ভোট নিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

বিরোধী দলপতি বলেন বদরুদ্দিন আজমল যদি ভাবছেন যে তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী, জরা ফুকার জন্য ভোটে জয়লাভ করছেন তাহলে গণতন্ত্রের প্রতি তার কিছু বলার নেই। কারণ এআইইউডিএফ অত্যন্ত নিচু স্তরের রাজনীতি করছেন। কাজিরাঙ্গা শুধুমাত্র বাঘ ভাল্লুক কিংবা জন্তুরা থাকে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। এটা কোনদিনও মেনে নেওয়া যায় না কারণ কাজিরাঙাতে মানুষও থাকেন। এই ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য করছেন বদরুদ্দিন আজমল। এই ধরনের রাজনীতি করা ব্যক্তিকে পরবর্তী নির্বাচনে সাধারণ মানুষ উচিত শিক্ষা দেবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। বিরোধী দলপতি বলেন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী হু ইজ বদরুদ্দিন বলার ফলেই কংগ্রেস বেশি ভোট পেয়েছিল। ফলে এআইইউডিএফ এর জন্য কংগ্রেস উপকৃত হয়েছে তার এই তথ্য ভুল বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

দেবব্রত শইকীয়া বলেন যেখানে যেখানে সংখ্যালঘুরা রয়েছেন তাদের ভোট নিজেদের দখলে বলে ভেবে নিয়েছেন মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। কিন্তু শুধুমাত্র হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ, ধুবড়ি, বরপেটায় ঘোরাঘুরি করছেন। কিন্তু গুয়াহাটি লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে বহু সংখ্যালঘু ভোটার রয়েছেন। কংগ্রেসের রেকিবুদ্দিন আহমেদ জয়লাভ করেছেন। অগপর নুরুল হোসেন নির্বাচনে সফলতা পেয়েছেন। এই এলাকা গুলোতেও সংখ্যালঘুর রয়েছেন। ফলে এই ধরনের এলাকাতেও নির্বাচনের কুচকাওয়াজ করার জন্য বদরুদ্দিন আজমলকে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। বিরোধী দলপতি বলেন এআইইউডিএফ সভাপতি শুধুমাত্র তিনটি কেন্দ্রের গণ্ডির ভিতরে ঘোরাঘুরি করছেন। তিনি নাজিরা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রত্যেকের ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন শুধুমাত্র সংখ্যালঘু ভোটে নয়। কংগ্রেসের জন্য ৩ ডিসেম্বর, ৬ ডিসেম্বর বলে কোনো কথা নয় প্রতিটি দিন গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

অসম বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন অনুষ্ঠিত না হলে সেটা নিয়ম বহির্ভূত হবে বলে মন্তব্য বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার

আইনশৃঙ্খলার বজায় রাখা প্রধান দায়িত্ব হলেও সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য অসম পুলিশের কর আদায় উচিত নয়

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এবার অসম বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে না বলে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এটা উচিত নয়। শীতকালীন অধিবেশন অনুষ্ঠিত না হলে সেটা নিয়ম বহির্ভূত হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। তিনি বলেন বিধানসভা হলো সাধারণ জনতার নানা সমস্যা, দুঃখ নিয়ে আলোচনা করার স্থান। ফলে বিধানসভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত না হলে সেটা সাধারণ মানুষের জন্য ক্ষতিকারক। তাছাড়া আইনশৃঙ্খলার বজায় রাখা প্রধান দায়িত্ব হলেও সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য অসম পুলিশের কর আদায় উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত সম্প্রতি কেবিনেট বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। ফলে প্রতিবছর নভেম্বর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হওয়া অসম বিধানসভা শীতকালীন অধিবেশন এই বছর আয়োজিত না হতে পারে বলেও একাংশ সংবাদ মাধ্যম আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। শনিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। তিনি বলেন ২০১৮ সালে অসম বিধানসভার অধিবেশন সংক্রান্তে এক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বছরে ন্যূনতম তিনবার বিধানসভা অধিবেশন অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে ঐক্যমত পোষণ করা হয়েছিল। এর মধ্যে একটি অধিবেশন নভেম্বর কিংবা ডিসেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু একাংশ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যে এবারের শীতকালীন অধিবেশন অনুষ্ঠিত না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি এমন হতে চলেছে তাহলে সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বিষয় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেন সংবিধানের বিধি অনুসারে মুখ্যমন্ত্রীকে বিধানসভার অধ্যক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে অধিবেশনের জন্য রাজ্যপালের কাছে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হয়। তবে এক্ষেত্রে আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হবে বলে মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু ডিসেম্বরের শীতকালীন অধিবেশনের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী কেন সিদ্ধান্ত নিলেন না সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি। বিরোধী দলপতি বলেন এখনো সময় রয়েছে। ডিসেম্বরে না পারলেও জানুয়ারির প্রথম ভাগে শীতকালীন অধিবেশন অনুষ্ঠিত করার জন্য অধ্যক্ষর সঙ্গে আলোচনা করে রাজ্যপালের কাছে প্রস্তাব প্রেরণ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। দেবব্রত শইকীয়া বলেন সাধারণ মানুষের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ সংক্রান্তে আলোচনা করার জন্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের দিন করা উচিত। গত বছর ৫ নভেম্বরে এক্ষেত্রে নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছিল। এবারও প্রত্যেককে সেই নোটিফিকেশনের আশা করছিলেন। কিন্তু সেটা হয়নি। তবে মুখ্যমন্ত্রী এক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। অন্যদিকে অসমে বিভিন্ন সরকারি সেবার বিপরীতে ধার্য করা মাশুল সংক্রান্তে মতামত ব্যক্ত করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। তিনি বলেন এভাবে কর অথবা মাশুল চাপিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশের প্রকৃতার্থে এই ধরনের মাশুল নেওয়া উচিত কি নয় সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন কর থেকে আদায় করা অর্থের বিনিময়ে পুলিশের বেতন দেওয়া হয়। মূলত আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদের এই বেতন দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। শুধুমাত্র মন্ত্রী বিধায়ক অথবা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিরাপত্তা দেওয়াই নয় বরং সাধারণ জনতার প্রতিও দায়িত্ব রয়েছে পুলিশের। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের কাজের জন্য তাদের মাশুল নেওয়া কতটা গ্রহণযোগ্য সেটা স্বয়ং পুলিশকে নিজেই চিন্তা করতে হবে। সরকার একদিকে রাজনৈতিক স্বার্থে টাকা বিলিয়ে দেবে। এর ফলে অর্থের টানাটানি পড়বে এবং সেটা যে কোনো আঁচিলায় সাধারণ মানুষ থেকে মাশুল হিসেবে আদায় করবে সেটা ভালো কথা হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক তথা বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

মেসির বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের গুঞ্জন, মুখ খুললেন বন্ধু সেস্ক ফ্যাব্রিগাসের স্ত্রী

আর্জেন্টিনা ঃ মাঠের লড়াইয়ে বিভিন্ন সময় উত্থানপতনের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে লিওনেল মেসিকে। এমনকি ব্যর্থতার দায় কাঁধে নিয়ে জাতীয় দল থেকে অবসরও নিতে হয়েছে। তবে সেই ব্যর্থতা ভুলে ফিরে এসে ৩৬ বছর পর আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপও জিতিয়েছেন মেসি। মাঠে মেসির ক্যারিয়ারটা যতটা বর্ণিল ও রোমাঞ্চভরা, মাঠের বাইরে ঠিক উল্টো। দুই দশক ধরে পাদপ্রদীপের আলোয় থাকলেও পারিবারিক জীবনে মেসিকে ঘিরে তেমন কোনো বিতর্কই শোনা যায়নি। বরং কৈশোরের প্রেমিকার সঙ্গে মেসির সম্পর্কের গভীরতা বারবার দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখানো হয়েছে। বিশ্বকাপের পরও মেসি-রোকুজ্জোর সম্পর্ক নিয়ে কথা হয়েছে অনেক। কিন্তু এবার সেই মেসির পারিবারিক জীবন ঘিরেই সামনে এসেছে বিতর্কিত খবর। ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম দিরেতো দো মিওলোই সম্প্রতি মেসির বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের খবর প্রকাশ করেছে। সেই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর এখন মেসির পরিবারে সংকট নিয়েও শোনা যাচ্ছে নানা গুঞ্জন। এর মধ্যে মেসির বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেছেন তাঁর কাছের বন্ধু সাবেক স্প্যানিশ তারকা সেস্ক ফ্যাব্রিগাসের স্ত্রী দানিয়েলা সিম্যান। দানিয়েলা অবশ্য এ খবর মোটেই সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন। সম্প্রতি দিরেতো দো মিওলো জানিয়েছে, মেসি আর্জেন্টাইন সাংবাদিক সোফিয়া মার্তিনেজের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন। যার ফলে এখন আন্তোনেল্লা রোকুজ্জোর সঙ্গে মেসির বিয়েও এখন ভাঙার পথে। সব মিলিয়ে পারিবারিক জীবনে কঠিন এক সময় পার করছেন ইন্টার মায়ামি তারকা। এ খবর সামনে আসর পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ফ্যাব্রিগাসের স্ত্রী দানিয়েলা। তিনি লিখেছেন, 'এটা কেমন খবর, যার কোনো মানে নেই। এর কোনো কিছুই ঠিক নেই।' অন্যদিকে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইল জানিয়েছে, আর্জেন্টিনাতেও রোকুজ্জোর বাইরে অন্য নারীর সঙ্গে মেসি বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তারা নাম উল্লেখ না করলেও সে নারী সোফিয়া বলে ধারণা করছে অনেকে।সোফিয়াও মূলত আলোচনায় এসেছিলেন বিশ্বকাপ ফুটবলের সময়। সেমিফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার জয় নিয়ে তাঁর ধারাবিবরণী বেশ জনপ্রিয়ও হয়েছিল। সে সময় আর্জেন্টাইনদের হয়ে মেসিকে ধন্যবাদও জানান সোফিয়া। সেসব ঘটনা সামনে এনে অনেকেই এখন দুইয়ে দুইয়ে চার মেলানোর চেষ্টা করছেন।

জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে উগান্ডার চমক

উগান্ডাঃ ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আফ্রিকান অঞ্চলের চূড়ান্ত বাছাইপর্বে জিম্বাবুয়েকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে উগান্ডা। নামিবিয়ার ইউনাইটেড ক্রিকেট ক্লাব মাঠের এই ম্যাচই ছিল আইসিসির পূর্ণ সদস্য কোনো দলের বিপক্ষে উগান্ডার প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। এ হারে বিশ্বকাপ খেলার সমীকরণটা বেশ কঠিন হয়ে গেল জিম্বাবুয়ের।

টসে হেরে ব্যাটিং করতে নামা জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক সিকান্দার রাজার ৩৯ বলে ৪৮ রানের ইনিংসে ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে তুলতে পারে ১৩৭ রান। জবাবে ১২ রানে ২ উইকেট হারালেও মিডল অর্ডারে আলপেশ রামজানির ২৬ বলে ৪০ ও রিয়াজাত আলী শাহর ২৮ বলে ৪২ রানের ইনিংসে স্মরণীয় জয় পায় উগান্ডা। ৫ বল বাকি থাকতেই জয় নিশ্চিত করে তারা।

জিম্বাবুয়ের বাছাইপর্ব শুরু হয়েছিল স্বাগতিক নামিবিয়ার কাছে ৭ উইকেটে হেরে। কোচ ডেভ হটন যে পরাজয়কে বলেছিলেন 'লজ্জাজনক'। অবশ্য পরের ম্যাচে তানজানিয়াকে উড়িয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দেয় জিম্বাবুয়ে। কিন্তু আজ উগান্ডার কাছে আবার হোঁচট খেল তারা।

৩ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে এখন তালিকার চার নম্বরে আছে জিম্বাবুয়ে। আগামী বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফ্রিকান অঞ্চলের বাছাইপর্ব থেকে সুযোগ পাবে দুটি দল। ৩টি করে ম্যাচ খেলে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে নামিবিয়া ও কেনিয়া। তিনে থাকা উগান্ডার ৩ ম্যাচে পয়েন্ট ৪। বাকি ৩টি ম্যাচ জিতলেও জিম্বাবুয়ের সর্বোচ্চ পয়েন্ট হবে ৮। সেটি যথেষ্ট না-ও হতে পারে গত আসরে খেলা দলটির। গতবার প্রথম রাউন্ডে গ্রুপের শীর্ষে থাকলেও সুপার টুয়েলভে নিজেদের গ্রুপের তলানিতে থেকে শেষ করায় পরের বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার সুযোগ হারায় তারা।

নামিবিয়ার মতো এ ম্যাচেও জিম্বাবুয়ের হারের ধরনটা প্রায় একই রকম। আগে ব্যাটিং করতে নেমে যথেষ্ট রান তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন ব্যাটসম্যানরা। আজ উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান ইনোসেন্ট কাইয়া ২৩ বলে ২৩ রানের ইনিংস খেললেও ৪৭ রানেই ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলে জিম্বাবুয়ে। কাইয়ার মতো শন উইলিয়ামসও বেশ কিছুক্ষণ ক্রিজে ছিলেন, কিন্তু ২৪ বলে ২১ রান করেই থামেন। উগান্ডার বাঁহাতি পেসার দীনেশ নাকরানি ৪ ওভারে ১৪ রান দিয়ে নেন ৩ উইকেট। বাঁহাতি স্পিনার হেনরি সেনিয়োন্দো ২ উইকেট নেন ২৫ রান দিয়ে।

বোলিংয়ের শুরুতে অবশ্য আশাই পায় জিম্বাবুয়ে। কিন্তু তিনে নামা রজার মুসাকা একদিকে ইনিংস ধরে রাখেন, ৩৩ বলে ২৩ রানের ইনিংস খেলার পথে গুরুত্বপূর্ণ জুটি গড়েন রামজানি ও রিয়াজাতের সঙ্গে। তাতেই জয়ের ভিত পেয়ে যায় উগান্ডা। শেষ ১৮ বলে তাদের দরকার ছিল ৩০ রান, টেন্ডাই চাতারার করা ১৮তম ওভারে আসে ২০ রান। ১৯তম ওভারের পঞ্চম বলে রিয়াজাত আউট হলেও সমস্যা হয়নি উগান্ডার।

ইমাদের অবসরে বিস্মিত রিজওয়ান

লাহৌর ঃ খুব যে বাজে ফর্মে ছিলেন, তা নয়। কিন্তু সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই পাকিস্তান দল থেকে বাদ পড়েছিলেন ইমাদ ওয়াসিম।

গত মার্চে দলে ফেরার পর আফগানিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে বেশ ভালোই খেলেছেন। মিডল অর্ডারের চাহিদা মিটিয়ে ২৪.৫০ গড়ে করেছেন ১৪৭ রান। এর মধ্যে ছিল ক্যারিয়ারসেরা অপরাজিত ৬৪ রানের ইনিংস। বল হাতে ৫.৬৩ ইকোনমি রেটে শিকার ১০ উইকেট। পাকিস্তানের হয়ে খেলা সর্বশেষ ম্যাচেও করেন ৩১ রান, নেন ২ উইকেট। এরপরও কোনো কারণ না জানিয়ে তাঁকে আবারও বাদ দেওয়া হয়। হয়তো আশা করেছিলেন এশিয়া কাপ বা বিশ্বকাপ দিয়ে আবারও জাতীয় দলে ফিরবেন। কিন্তু সেটা হয়নি। আশাহত ইমাদ সম্ভবত সেই হতাশা থেকেই পাকিস্তানের জার্সি চিরতরে তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরশু আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দেন ৩৪ বছর বয়সী অলরাউন্ডার। ইমাদের এই আকস্মিক অবসরে বিস্মিত হয়েছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। ইমাদ ও রিজওয়ান পাকিস্তানের হয়ে আট বছরে একসঙ্গে ৫৭ ম্যাচ খেলেছেন। স্বাভাবিকভাবেই দুজনের অনেক অম্লমধুর স্মৃতি আছে। ভবিষ্যতেও দুজন পাকিস্তানকে একসঙ্গে প্রতিনিধিত্ব করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইমাদের অবসরে সেটা আর না হওয়ায় অবাক রিজওয়ান।

আজ সকালে টুইটারে ৩১ বছর বয়সী উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান লিখেছেন, 'আমার ভাই ইমাদ ওয়াসিমের অবসরের খবর শুনে বিস্মিত হয়েছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি পাকিস্তানের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আপনার এখনো অনেক কিছু দেওয়ার বাকি আছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনার মঙ্গল কামনা করছি। দীপ্তি ছড়াতে থাকুন।' সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপে প্রথম পর্ব থেকে বিদায় নিয়েছে পাকিস্তান। ব্যর্থতার বিশ্বকাপ ভুলে দলটির এবার সামনে তাকানোর পালা। আগামী মাসে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাচ্ছে পাকিস্তান। সিরিজটি আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ। সফর সামনে রেখে রাওয়ালপিন্ডিতে দলের অনুশীলন ক্যাম্পে ব্যস্ত সময় পার করছেন রিজওয়ান।

আধুনিক তুরস্কের জনক মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক কে ছিলেন আর তাঁর আদর্শ আজ কেন হুমকির মুখে?

তুরস্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ বন্ধুগণ, আগামীকাল আমরা প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করবো! ১৯২৩ সালের ২৯শে অক্টোবরের আগের দিন নীতি নির্ধারকদের সাথে এক নৈশভোজে এমনটা বলেছিলেন মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক। পরের দিন পার্লামেন্টে এক ভোটের মাধ্যমে তুরস্ক নতুন ধরনের সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক! মুস্তাফা কামাল পাশা দীর্ঘজীবী হোন! আইন প্রণেতারা এমন স্লোগান দিচ্ছিলেন।

তুরস্ক প্রজাতন্ত্র ঘোষণার এই ঘটনা মধ্যপ্রাচ্যকে বদলে দিয়েছিল এবং ধীরে ধীরে একটি নতুন বৈশ্বিক কাঠামো তৈরি করেছিলে। তবে এই ঘোষণার শত বছর পর আতাতুর্কের সেই লিগ্যাসি বা আদর্শ এখন হুমকির মুখে বলে সতর্ক করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

আধুনিক তুরস্কের জনক হিসেবে পরিচিত আতাতুর্ককে অনেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া উসমানীয় সাম্রাজ্য বা তুর্কী সাম্রাজ্যের সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের মূলহোতা হিসেবেও মনে করে থাকেন।

তবে তাকে নিয়ে পরস্পর বিরোধী মত থাকলেও, আতাতুর্ক যে বিংশ শতকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তা নিয়ে কোন দ্বিমত নেই। তুমুল জনপ্রিয়তা নিয়ে তিনি ১৫ বছর তুরস্কের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন। উসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর দেশটির নতুন ভূমিকা কী হবে তা সুনির্দিষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৮ সালেই উসমানীয় সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন শুরু হয়।

১৮৮১ সালে থেসালোনিকি নামে একটি গ্রিক শহরে জন্মগ্রহণ করেন মুস্তাফা কামাল। এই শহরটি সাবেক উসমানীয় সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। এই সাম্রাজ্য কোন দিকে মোড় নিচ্ছে সে বিষয়ে উদ্বিগ্ন একটি প্রজন্মের একজন সদস্য ছিলেন মুস্তাফা কামাল।

তখনো তিনি অবশ্য আতাতুর্ক উপাধি পাননি। ১৯৩৪ সালে তুরস্কের পার্লামেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে আতার্তুক উপাধি দেয়, যার অর্থ 'তুর্কি জাতির জনক'। ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ এই সাম্রাজ্যটির ভৌগলিক সীমা তখন কমে আসছিল। জাতীয়তাবাদী এবং অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব রিচমন্ডের ইতিহাসের অধ্যাপক ও তুরস্ক বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ইউসেল ইয়ানিকদাগ বিবিসি মুন্ডোকে বলেন, সেসময় সেনাবাহিনীর অনেক সদস্য মনে করতো, উসমানীয় সাম্রাজ্যকে পতনের হাত থেকে বাঁচানোর একমাত্র পথ হচ্ছে একে পশ্চিমা ধারায় আধুনিকীকরণ করা।

সেনাদের এই দলটি ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমর্থন করতো। তিনি বলেন, তার মানে এই নয় যে, তারা ধর্ম কিংবা ইসলামকে পছন্দ করতো না। বরং তারা মনে করতো, ধর্ম আসলে কোন না কোন ভাবে সামাজিক উন্নয়নের গতিকে ধীর করে দিচ্ছে।

এ কারণে মুস্তাফা কামাল আতার্তুক তার নিজের দেশের আধুনিকীকরণে কিছু সংস্কার আনেন যা তুরস্ককে চিরতরে বদলে দেয়।

এই সংস্কারগুলোর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মাধ্যমে তুর্কীদের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ করতে দেয়ার সুযোগ তৈরি করা। তার নেতৃত্বাধীন প্রজাতন্ত্র আঃেদালনের রেশ ধরে তুরস্কের গ্র্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ১৯২৩ সালের ২৯শে অক্টোবর তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের জন্ম ঘোষণা করা হয়।

নতুন দেশের মৌলিক বৈশিষ্ট ছয়টি মূল ধারণার উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়। কামাল আতাতুর্ক যেহেতু এই ধারণাগুলো প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাই একে কামালবাদ বা আতাতুর্কবাদও বলা হয়। এই ছয়টি ধারণা হচ্ছে প্রজাতন্ত্র, জনতুষ্টি, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং সংস্কারবাদ।

অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে, তার লিগ্যাসির বা আদর্শের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ করা।

ইয়ানিকদাগ বলেন, উসমানীয় সাম্রাজ্য ছিল বহুজাতি, বহুধর্মের মিলিত একটি সাম্রাজ্য। আর তিনি জানতেন এটিই এই সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল।

আতাতুর্কের উদ্দেশ্য ছিল এই সব জাতি ও ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোকে একটি মাত্র চেতনার অন্তর্ভুক্ত করে তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের অধীনে নিয়ে আসা। এই চেতনা ছিল ঃপুরো তুরস্কে একটি মাত্র জাতিগোষ্ঠী থাকবে, আর সেটি হচ্ছে 'তুর্কি জাতীয়তাবাদ'।

এটা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য সংস্কার। এছাড়া গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার গ্রহণ, ১৯২৬ সালের সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে উসমানীয় খিলাফত বিলুপ্ত করা, সংস্কারকৃত ল্যাটিন বর্ণমালার মাধ্যমে আরবি বর্ণমালা প্রতিস্থাপন এবং ১৯২৮ সালে আইন করে তুর্কি বর্ণমালা চালুর জন্য আতাতুর্কের কাছে তুরস্ক ঋণী।

একইভাবে, 'আধুনিক তুর্কির প্রতিষ্ঠাতা' ১৯২৬ সালে নতুন একটি আইন পাস করেন যার মাধ্যমে দেশটিতে ভোটাধিকার ছাড়া বাকি সব ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৪ সালে তার শাসনামলেই নারীরা ভোটাধিকার পায়। আর্জেন্টিনা, কলম্বো, মেক্সিকো বা ভেনেজুয়েলার আগে তুরস্কে এই অধিকার পায় নারীরা।

মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক আঙ্কারাকে তুরস্কের নতুন রাজধানী ঘোষণা করেন। এর আগে আঙ্কারা কয়েক হাজার বাসিন্দার ছোট একটি শহর ছিল। দেশের রাজধানীকে ভৌগলিকভাবে কেন্দ্রীয় অবস্থানে আনতে এই সিদ্ধান্ত নেন তিনি। আঙ্কারার আগে তুরস্কের রাজধানী ছিল ইস্তানবুল।

তার এই কাজের জন্য নিজের দেশে একজন সম্মানিত ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

তুরস্কের লেখক নেদিম গুরসেল বিবিসি মুন্ডোকে বলেন, আমার মনে আছে, আমি যখন প্রাথমিক স্কুলে পড়াশুনা করতাম তখন আতাতুর্কের কীর্তি নিয়ে আমি কবিতা লিখতে শুরু করি।

তুরস্কে নিঃসন্দেহে তার ব্যক্তিত্বের বেশ বড় সমর্থন রয়েছে। কামালিস্ট লিগ্যাসি বা তার আদর্শ শুধু তুরস্কের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং পুরো মুসলিম বিশ্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমার মনে হয়, বর্তমান সময়ে এসে আমাদের তার সমালোচনাও করা উচিত, বলেন তিনি। দ্য নভেল অব দ্য কনকারার নামে একটি বই লিখেছেন তিনি যেখানে তুর্কিদের কাছে কিভাবে কনস্টান্টিনোপলের (বর্তমান ইস্তানবুল) পতন হয়েছিল সেই গল্প বলা হয়েছে।

কামাল আতাতুর্ক এবং তার সঙ্গীরা মনে করতেন যে, তুরস্ককে পাল্টে দিতে যেসব সংস্কার করা দরকার সেগুলো কার্যকর করতে হলে কর্তৃত্ববাদই সবচেয়ে ভাল উপায়।

খুব কম সময়ের মধ্যে তিনি একজন কর্তৃত্ববাদী শাসকে পরিণত হন এবং তিনি মূলত গণতন্ত্রের নাম নিশানা মুছে দিয়েছিলেন। ১৯৩২ সালের দিকে তিনি গণতন্ত্রের কিছু উপাদান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সব মিলিয়ে তিনি একজন কর্তৃত্ববাদী শাসক ছিলেন, বলেন আলি ইয়াইসিউগলু।

তিনি যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির উসমানীয় সাম্রাজ্য এবং আধুনিক তুরস্ক বিষয়ক ইতিহাসবিদ।

বিতর্কিত চরিত্র

তুরস্কের সীমানার বাইরে ইউরেশিয়ার এই দেশটিকে বদলে দেয়া ব্যক্তি সম্পর্কে আলাদা আলাদা মতামত রয়েছে।

মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক গ্রেকোটার্কিশ বা গ্রিসতুরস্ক যুদ্ধে তুর্কি সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই যুদ্ধটি ১৯১৯ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দুর্বল সেনা নিয়েও তিনি এই যুদ্ধে জয় লাভ করেছিলেন।

ইউরোপ ও এশিয়ার সংযোগস্থল বা তথাকথিত এশিয়া মাইনরের এই যুদ্ধে দু'পক্ষই নৃশংসতা চালিয়েছিল এবং লাখ লাখ মানুষকে বিতাড়িত করে।

আতাতুর্ক আনাতোলিয়া (বর্তমান তুরস্ক) থেকে গ্রিক সেনা এবং জাতিগত গ্রিক বাসিন্দাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। পরে অবশ্য এই বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয় এবং এর নাম দেয়া হয় গ্রিস ও তুরস্কের মাঝে জনসংখ্যা বিনিময় করা। এ কাজটি করা হয়েছিল মূলত ভূরাজনৈতিক কারণে।

১৯২৩ সালের লসান চুক্তির আওতায় এই জনসংখ্যা বিনিময়ের অংশ হিসেবে ১৫ লাখ গ্রিক অর্থোডক্স খ্রিস্টানকে তুরস্ক থেকে গ্রিসে বিতাড়িত করা হয়। এদের অনেকে কখনোই তুরস্কের বাইরে বসবাস করেননি। এছাড়া মুসলিম কিছু জনসংখ্যাকেও তুরস্ক থেকে গ্রিসে বিতাড়িত করা হয়েছিল।

মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক আর্মেনিয়াতেও মতভেদের জন্ম দিয়েছিলেন। দেশটি ১৯২২ সাল পর্যন্ত একটি পরাধীন দেশ ছিল।

আর্মেনিয়ার জনগণ দাবি করেছিল যে, তাদের ভূখণ্ডের কিছু অংশ তুরস্কের দখলে ছিল এবং অন্যান্য কিছু এলাকা সোভিয়েত রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে ছিল।

আমার মনে হয় না আর্মেনীয়রা আতাতুর্ককেই সম্পূর্ণভাবে দায়ী করে। কিন্তু তিনি যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আর্মেনিয়ার গণহত্যার সময়ও নৃশংসতা অব্যাহত রেখেছিল, বিবিসি মুন্ডোকে বলেন ইয়াইসিউগলু।

এর কারণ হচ্ছে অনেক মানুষ বিশ্বাস করে যে, এর মাধ্যমে তুর্কীরা লাভবান হয়েছিল। সেসময় লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল এবং ১০ লাখের বেশি মানুষকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। কারণ আতাতুর্কের ঘনিষ্ঠ অনেক কর্মকর্তা ছিল যারা গণহত্যায় অংশ নিয়েছিল এবং যুদ্ধে আর্মেনীয়দের বিপক্ষে লড়াই করেছে, বলেন স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির ওই ইতিহাসবিদ।

কুর্দি প্রশ্ন

তুরস্কের মধ্যেও একটি জাতিগত গোষ্ঠী রয়েছে যারা মনে করে কামালের প্রতিষ্ঠিত আদর্শের কারণে তারা নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। তারা হচ্ছেন কুর্দি জনগোষ্ঠী। উসমানীয় সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাওয়ার পর, তুরস্কে কুর্দি জনগোষ্ঠীর গতিধারা বদলে দেয়া হয়।

ধর্মনিরপেক্ষ জাতি গঠনে কামালের প্রতিষ্ঠিত নতুন আদর্শের আওতায় পুরনো সাম্রাজ্যের অনেক মানুষ আগ্রাসনের শিকার হয়েছেন। তার আদর্শ ছিল এক ভাষা, এক জাতিগত বিশ্বাস এবং এক সাংস্কৃতিক মতাদর্শে তুরস্ক প্রতিষ্ঠা করা।

রিচমন্ড ইউনিভার্সিটির ইউসেল ইয়ানিকদাগ বলেন, কুর্দিদের স্বকীয়তা অস্বীকার করা হচ্ছিল কারণ কামাল চেয়েছিলেন, তুরস্কে বসবাস করা সবাই মেনে নিবে যে তারা এখন 'তুর্কী'।

ফলে ১৯৩৬ এবং ১৯৩৯ সালে দক্ষিণপূর্বাঞ্চলীয় দেরসিম এলাকা যা বর্তমানে তুনসেলি নামে পরিচিত সেখানকার বাসিন্দারা নতুন প্রতিষ্ঠিত তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এর ফলে তুর্কী সামরিক বাহিনীর হাতে প্রাণ হারায় কুর্দি জনগোষ্ঠীর প্রায় ১৩ হাজার মানুষ।

এই ঘটনা কুর্দি বিদ্রোহের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। তারা এখনো তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে চলেছে।

সেসময় দেশের জাতীয়তাবাদীদের জন্য এটি বেশ আকর্ষণীয় ছিল। কারণ আতাতুর্ক তখনও তুরস্কের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় ছিলেন এবং তার দত্তক নেয়া কন্যা সাবিহা গোকেন যিনি দেশটির প্রথম নারী পাইলট ছিলেন, তিনিও এই আক্রমণে অংশ নিয়েছিলেন।

ধর্মনিরপেক্ষতা কারো কারো জন্য স্বস্তিকর হলেও অনেকের জন্য এটা ছিল কুর্দি, আর্মেনীয়, গ্রিক, চেচেন, আরব, সার্কাসিয়ানদের পরিচয়কে অস্বীকার করা, বলেন ইয়ানিকদাগ।

আদর্শ হুমকিতে?

অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, আতাতুর্কের লিগ্যাসি বা আদর্শ এবং তিনি তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের আওতায় যা গড়ে তুলেছিলেন তা এখন হুমকির মুখে রয়েছে। বিশেষ করে দেশটির ধর্মনিরপেক্ষতা।

২০২০ সালের জুলাইয়ে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইপ এরদোয়ান তুরস্কের সবচেয়ে আইকনিক স্থাপনা হাগিয়া সোফিয়াকে মসজিদে পরিণত করার ঘোষণা দেন। হাগিয়া সোফিয়া প্রথমে একটি ব্যাসিলিকা বা খ্রিস্টানদের গির্জা ছিল পরে যেটিকে ১৪৫৩ সালে সুলতান দ্বিতীয় মেহমেদের আদেশে মসজিদে পরিণত করা হয়। কিন্তু পরে আতাতুর্ক ১৯৩৫ সালে দেশটিকে ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার অংশ হিসেবে হাগিয়া সোফিয়াকে একটি যাদুঘরে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। এই স্থাপনাটিকে মুসলিম বা খ্রিস্টানদের প্রার্থনা স্থল হিসেবে ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দেন তিনি।

এ কারণেই তুরস্কের বর্তমান প্রেসিডেন্ট কয়েক দশক পর সোফিয়ায় নামাজের অনুমতি দিয়েছেন, এমন সিদ্ধান্তে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

আতাতুর্ককে সরাসরি আঘাত যাতে করতে না হয় সে বিষয় বরাবরই সতর্ক থাকতেন এরদোয়ান। কারণ তুরস্কে আতাতুর্কের সমর্থকরা তাকেও সমর্থন দিয়ে এসেছে। কিন্তু একই সাথে গত কয়েক বছর ধরে তিনি আতাতুর্কের প্রতিষ্ঠিত নীতি এবং আদর্শকে নষ্ট করার চেষ্টা করেছেন, বলেন ইতিহাসবিদ আলি ইয়াইসিউগলু।

তার মতে, হাগিয়া সোফিয়াকে মসজিদে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত সেটারই উল্লেখযোগ্য এবং স্পষ্ট ইঙ্গিত।

প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম কয়েক বছর, যেসব গির্জাকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের সময় মসজিদে রূপান্তর করা হয়েছিল সেগুলোকে যাদুঘরে পরিণত করা হয়। ইস্তানবুলের বিখ্যাত হাগিয়া সোফিয়া ছাড়াও একই শহরের সেইন্ট সেভিয়র অব হরা নামে আরেকটি গির্জা এবং ট্রাবজোন এলাকার আরেকটি হাগিয়া সোফিয়াকেও যাদুঘরে পরিণত করা হয়।

গত ১০ বছর ধরে এরদোয়ানের সরকার ধীরে ধীরে এই স্থাপনাগুলোকে আবার মসজিদে রূপান্তর করতে শুরু করেছে, বলেন ইয়াইসিগলু।

তাদের এই পদক্ষেপ রাজনৈতিক ও নাগরিক জীবনে আবারো ইসলামকে এমন ভাবে সূচনা করার প্রতি ইঙ্গিত করে যা অবশ্যই মুস্তাফা কামাল আতাতুর্কের আদর্শের পরিপন্থী।

অনেক বিশেষজ্ঞের মতো ইয়াইসিগলুও মনে করেন, এরদোয়ানের পদক্ষেপ বড় কোন নীতির অংশ যাতে উসমানীয় সাম্রাজ্যের ছাপ রয়েছে। একই সাথে এটি সেই সাম্রাজ্য ছোট আকারে প্রতিষ্ঠার একটি প্রয়াস যেখানে ইসলাম একটি বড় ভূমিকায় ছিল। আতাতুর্ক তার নিজের দেশকে যেমন করে গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন এটা অবশ্যই তার পরিপন্থী।

টুকরো খবর

শহর শিলিগুড়িতেওবিশ্ব ডাইবেটিক ডেএক বর্ণাড্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে মহা ধুমধামের সাথে পালিত করা হলো

শিলিগুড়ি ঃ ১৪ নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস ডে শিলিগুড়িকে সচেনতার লক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করলেন চিকিৎসক থেকে খেলোয়াড় ও ক্রিড়া ব্যক্তিত্বরা।সীমা সুরক্ষা বলের ব্যন্ড সকলের মন জয় করে এই পদযাত্রায় পা মেলান।এই পদযাত্রা মহানন্দা ব্রিজের পাশ থেকে বেরিয়ে হাসমিচক হয়ে যথা স্থানে গিয়ে শেষ হয়।বিশেষজ্ঞদের তথ্য অনুপাতে গোটা বিশ্বে প্রায় ৪০ কোটি ডায়াবেটিস এর রোগী রয়েছে।চিকিৎসকদের বক্তব্য অনুসারে এই রোগ থেকে মুক্তি পাবার উপায় রয়েছে,সচেনতা, শরীরচর্চা ও নিয়মিত খাদ্যাভাস ও ধূমপান থেকে বিরত থাকলেই এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।এরি মাঝে ডাঃ শংখ সেন জানান বিশ্ব ডায়াবেটিস এর দিনে সকলকে শপথ নিতে হবে নিয়মিত শরীরচর্চা ও গুনগত খাবার খাওয়া ওনেশা থেকে দুরে থাকা তা হলেই এর থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব

উত্তর দিনাজপুরে গাছে ঝুলন্ত প্রেমিক যুগলের মৃতদেহ উদ্ধার

উত্তর দিনাজপুর ঃ কালিয়াগঞ্জের সাহেবঘাটা বাজারে তৃণমূল পার্টি অফিস সংলগ্ন বাগানে গাছে ঝুলে প্রেমিক যুগল আত্মহত্যা করেছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিক্যালে পাঠায়। যুবকের নাম বিক্রম বর্মণ।তিনি রায়গঞ্জ থানা এলাকার জাম্বরি গোয়ালগাঁও এলাকার বাসিন্দা, আর ওই তরুণীর নাম তিন্নি বর্মন। ওই তরুণী কালিয়াগঞ্জ থানাধীন পাহাড়গাঁওয়ের বাসিন্দা।

জম্মু ও কাশ্মীরের কার্গিলে কর্তব্যরত অবস্থায় তুষার ঝড়ে শহীদ হওয়া বীর রানু মাঙ্গারকে সম্পূর্ণ ভক্তি সহকারে শেষ বিদায় জানানো হয়েছে

আলিপুরদুয়ার ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের কার্গিল এলাকায় কর্তব্যরত অবস্থায় তুষারঝড়ে শহীদ হলেন রানু মঙ্গর।তিনি কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়া গোপালবাহাদুর বস্তির বাসিন্দা বয়স ৩৩।তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোর্খা রেজিমেন্টের ৭।৮ ব্যাটেলিয়নে নায়েক পদে কর্মরত ছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে,গত ১১ নভেম্বর বিকেলে কার্গিলে কর্তব্যরত ছিলেন তিনি।সেই সময় ভয়ঙ্কর তুষারঝড়ের কবলে তিনি পড়েন।তার দেহ বরফে চাপা পড়েছিল।সেদিনই তার দেহ বের করা হয়।ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে এই উদ্ধারকাজ চলে।গত ১২ নভেম্বর বিকেলে তার পরিবারের কাছে মৃত্যুর খবর আসে। রানু মঙ্গরের বাড়িতে বাবা,মা,স্ত্রী,দুই সন্তান ও এক ভাই আছে।আগামী ৪ ডিসেম্বর শহীদ রানু মঙ্গরের ভাই ভানু মঙ্গরের বিয়ে।ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে আগামী ১৬ নভেম্বর রানু মঙ্গরের বাড়িতে আসার কথা ছিল।মঙ্গলবার দলসিংপাড়া গোপালবাহাদুর বস্তিতে বাসভবনে তার কফিনবন্দী দেহ আনা হয় । এদিন পুরো দলসিংপাড়া জুড়ে শোকের পরিবেশ। ব্যবসায়ীরা তাদের দোকানপাট বন্ধ রেখেছে । দলসিংপাড়া গোপালবাহাদুর বস্তির বাস ভবনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নায়ক রাণু মঙ্গরের কফীন বন্দী দেহ আনা হয় এদিন কাতারে কাতারে লোক জমায়েত হয়েছিল দলসিংপাড়াতে । শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক,কালচিনি বিধায়ক বিশাল লামা, জেলাপরিষদের সদস্য গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, কালচিনি বিডিও সহ অনেকে । বাসভবন থেকে দেহ তোর্ষা নদীর ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই শেষকৃত্য সম্মন্ন হয় ।

জলপাইগুড়িতে মিষ্টির দোকানে শীতের নলেন গুড়ের রসগোল্লা

জলপাইগুড়ি ঃ ভাইফোঁটা উপলক্ষে জলপাইগুড়ির বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে ক্রেতাদের ভিড় লক্ষ্য করা গেলো। জলপাইগুড়ি শহরের নেতাজি পাড়া এলাকায় এই মিষ্টির দোকানে এবারে ভাইফোঁটা উপলক্ষে স্পেশাল শীতের নলেন গুড়ের রসগোল্লা, কাশিপেয়ারা, রাজভোগ, চমচম, কাঁচাগোল্লা,খিরকদম রসকদম, সরপুরিয়া, সন্দেশ রসগোল্লা, দরবেশ, কাজুবরফি, আনসারী জমজম লাড্ডু, ক্ষীর দই, টক দই সহ বিভিন্ন মিষ্টির সম্ভার নিয়ে হাজির মিষ্টি ব্যবসায়ী। মঙ্গলবার সকাল থেকেই মিষ্টির দোকান গুলোতে মিষ্টি কেনার হিরিক। এক প্রকার বলা যেতেই পারে ভাইফোঁটা জলপাইগুড়িতে জমজমাট। তবে ভাইফোঁটার মিষ্টি বানাতে বিভিন্ন মিষ্টির দোকান গুলোতে মিষ্টির কারিগরদের ব্যস্ততা তুঙ্গে।

এ এক অন্যরকম রিইউনিয়ন

জলপাইগুড়ি ঃ সোনাউল্লা স্কুলের ১৯৯৪ সালের মাধ্যমিক ব্যাচের ছাত্ররা নিজেদের উদ্যোগে রিইউনিয়ন গড়ে তুলে ২০২০ থেকে কোভিডের সময় থেকেই বিভিন্ন সামাজিক সেবামূলক কর্মসূচী পালন করে আসছে। আজ ১৪ ই নভেম্বর, এই রিইউনিয়নের বন্ধু রা মিলিত ভাবে নিজেরা মাষকালাইবাড়ি হনুমান মন্দিরের পাশে ৭৫ জন দুঃস্থ মানুষের হাতে শীতবস্ত্র ও পুষ্টিকর খাবার তুলে দিল। দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে এই শীতবস্ত্র ও পুষ্টি কর খাবার বিতরণ কর্মযজ্ঞে সোনাউল্লা স্কুলের ১৯৯৪ মাধ্যমিক ব্যাচের বন্ধু রা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিজেরা সহযোগিতা দ্বারা একটি অত্যন্ত মানবিক কাজ সম্পন্ন করল। এই গ্রুপের পক্ষ থেকে গোপাল কংস বনিক জানাচ্ছেন যে, দীপাবলি ও শ্যামাপুজো উপলক্ষ্যে যে উৎসবের মরশুম চলছে, সেই উৎসবের রেশ সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক, সকলের মুখেই হাসি ফুটুক, এই উদ্দেশ্য নিয়েই তারা এই সেবামূলক কাজটি গ্রহণ করলেন। এই সূত্রে আরও জানাচ্ছেন যে, এর আগেও তারা বিবিধ কর্মযজ্ঞে সামিল হয়েছিল, এবং আগামীতেও তারা নিজেরাই বিভিন্ন সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করবে।

শিলিগুড়ির ইসকন মন্দিরে পালিত হল গোবর্ধন পূজা

শিলিগুড়ি ঃ মঙ্গলবার শিলিগুড়ির ইসকন মন্দিরে ধুমধাম করে পালিত হল গোবর্ধন পূজা। এ উপলক্ষে মন্দিরকে সাজানো হয়েছে জমকালো সাজে। শিলিগুড়ির প্রতিটি কোণ থেকে বিপুল সংখ্যক ভক্ত এই পূজায় অংশ নিতে ইসকন মন্দিরে পৌঁছেছিলেন। গোবর্ধন পূজা উপলক্ষে রাধাগোবিন্দকে বিভিন্ন ধরনের খাবার দেওয়া হয়। পূজা শেষে ভক্তদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে

শিলিগুড়ি ঃ দীপাবলির রাতে ঘরের ভেতর আত্মহত্যা এক ব্যক্তির। নকশালবাড়ির পাহাড়গুমিয়া চাবাগান এলাকার দমদমার বড় লাইনের ঘটনা। মৃতের নাম সমীর নাগ(৩২)। মৃত চা বাগান শ্রমিক ছিল। মৃতের ভাই জানান দীর্ঘদিন ধরে মানসিকভাবে অসুস্থ অবস্থায় আত্মঘাতী চেষ্টা করার পর গতকাল ঘর ফাঁকা থাকায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। পরে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি সোমবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
27.11.2023
দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

‘বাংলাদেশ নিয়ে বিবাদে ওয়াশিংটন মস্কো’

ঢাকা ঃ বাংলাদেশ নিয়ে বিবাদে ওয়াশিংটনমস্কো সমকালের খবর। বিস্তারিত হল বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও নির্বাচন বিষয়ে পাল্টাপাল্টি অবস্থান নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া। মস্কো দাবি করেছে, ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস বাংলাদেশে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ সংঘটিত করার পরিকল্পনায় জড়িত ছিলেন। তবে রাশিয়ার এসব মন্তব্যকে অপব্যাখ্যা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে ওয়াশিংটন। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও নির্বাচন এখন বৈশ্বিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংসহ গোলটেবিল বৈঠক বা সংসদে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও মানবাধিকার নিয়ে চর্চা হচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া এসব ঘটনা নিয়ে আবারও বিবাদে জড়াল বিশ্বের ক্ষমতাধর দুই পরাশক্তি। ঋণের টাকায় পরিশোধ হচ্ছে সরকারি ঋণ? ‑ বণিক বার্তার প্রধান শিরোনাম। এতে বলা হচ্ছে ব্যয় বাড়লেও রাজস্ব আহরণ বাড়ছে না। ঘাটতি পূরণে দেশিবিদেশি উৎসগুলো থেকে প্রতিনিয়ত ঋণ নিতে হচ্ছে সরকারকে। ফলে ঋণের পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয় এক অর্থবছরে সরকারের ঋণের স্থিতি বেড়েছে ২ লাখ ৭৩ হাজার ৫৮৯ কোটি টাকা।

২৬/১১ র হামলাকারী আজমল কাসাবকে শনাক্ত করেছিল যে বাচ্চা মেয়েটি

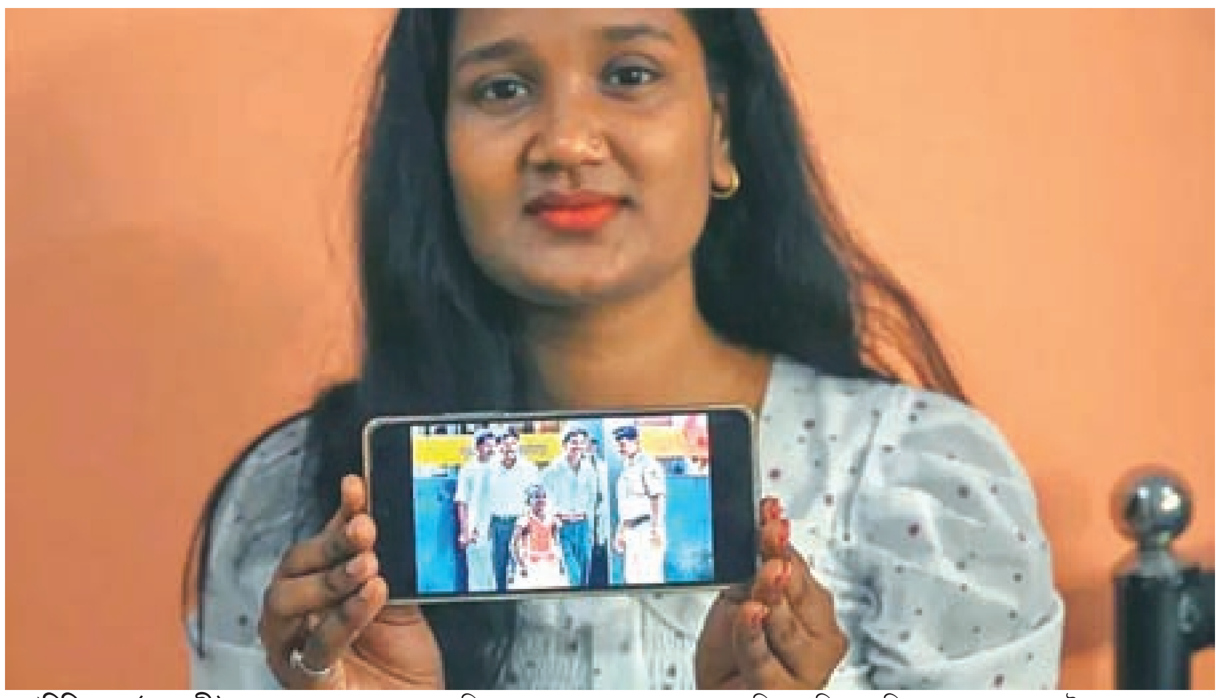

নয়াদিল্লি (এজেন্সী) ঃ দেবিকা রোতাওয়ানের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল ২০১০ সালে, মুম্বাইয়ের একটা বস্তিতে। তার মাত্র বছর দুয়েক আগে ভারতের বাণিজ্য আর বিনোদন জগতের রাজধানী মুম্বাইয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েও বেঁচে যায় ওই রোগাপাতলা মেয়েটি।

মুম্বাই শহরটাকে প্রায় ৬০ ঘণ্টা ধরে একরকম দখল করে রেখেছিল ওই সন্ত্রাসীরা, যার শুরুটা হয়েছিল ২০০৮ সালের ২৬শে নভেম্বর।

মুম্বাইয়ের প্রধান রেলস্টেশন, বিলাসবহুল হোটেল এবং একটি ইহুদি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে চালানো ওই হামলায় মোট ১৬৬ জন প্রাণ হারান। হামলাকারীদের মধ্যে নয় জনও নিহত হয়।

ওই সন্ত্রাসীদের মধ্যেই একজন সে দিন দেবিকা রোতাওয়ানের পায়ে গুলি করেছিল, তার মাসখানেক পরেই ছিল ওর দশ বছরের জন্মদিন।

ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাস স্টেশনে যে জঙ্গী মিস দেবিকার পায়ে গুলি করেছিল তার নাম ছিল মুহম্মদ আজমল আমির কাসাব ‑ হামলাকারী দলের একমাত্র সদস্য যে তখন বেঁচে যায়।

‘কাসাবকে শনাক্ত করা মেয়েটি’ শুধুমাত্র ওই স্টেশনেই কাসাব আর তার সহযোগীদের গুলির আঘাতে প্রায় ৫০ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন, আরও অন্তত ১০০ জন আহত হয়েছিলেন।

পরে, ভরা আদালতে দাঁড়িয়ে দেবিকাই কিন্তু শনাক্ত করেছিলেন আজমল কাসাবকে। তিনিই ছিলেন ওই মামলার বিচারে সবথেকে কমবয়সী সাক্ষী।

তখন থেকেই সংবাদমাধ্যমের দৌলতে দেবিকা রোতাওয়ানের পরিচয় হয়ে গেছে ‘কাসাবকে সনাক্ত করা মেয়েটি’ হিসাবে।

বিচারে কাসাবের মৃত্যুদণ্ড হয় ২০১০ সালের মে মাসে আর তার দুবছর পরে সর্বোচ্চ নিরাপত্তায় মোড়া পুনে শহরের জেলে তার ফাঁসি হয়।

আমি যখন দেবিকার সঙ্গে প্রথম বার দেখা করেছিলাম ২০১০ সালে, সে বেশ লাজুক ছিল। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটত ও আর খুব হাসত, কিন্তু বেশি কথা বলত না।

তার ভাই জয়েশ কোনও একটা অস্থিরোগে আক্রান্ত হয়ে ভাঙ্গাচোরা ঘরের একটা কোণেই শুয়ে থাকতেন।

তাঁর বাবা মি. নটওয়ারলাল শুকনো ফল বা ড্রাই ফ্রুটস বিক্রি করতেন। তার কাজটা চলে গিয়েছিল বলে সেই সময়ে তাদের একটা দুশ্চিন্তা ছিল।

পরিবারটির সম্পত্তি বলতে ছিল কয়েকটা প্লাস্টিকের চেয়ার, একটা ট্রাঙ্ক আর বাসনপত্র। দেবিকা আমাকে তখন বলেছিল, আমি বড় হয়ে পুলিশ অফিসার হতে চাই।

সেই সাক্ষাতের প্রায় ১৩ বছর পরে কয়েকদিন আগে আমি আবারও তার সঙ্গে দেখা করতে মুম্বাই গিয়েছিলাম।

আর মাসখানেক পরেই দেবিকা রোতাওয়ানের বয়স ২৫ বছর হয়ে যাবে। প্রায় এক যুগ পরে বেশ ঝকঝকে, আত্মবিশ্বাসী এক নারী হয়ে উঠেছেন দেবিকা। ওই বস্তির ঘর ছেড়ে তারা এখন একটা ছোট ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকেন। আজকাল মিস দেবিকাই সব কথা বলেন, আর তার বাবা শোনেন।

এত বছর ধরে সাংবাদিক, টিভি শো, পডকাস্ট আর নানা সভাসমিতিতে তিনি যে ঘটনার কথা শুনিয়ে এসেছেন, আবারও তিনি গড়গড় করে সেই কাহিনী শোনালেন।

পুনে যাওয়ার জন্য রাতের ট্রেন ধরতে ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাসে অপেক্ষা করছিলেন তারা। হঠাৎই তিনি গুলির শব্দ শুনতে পান আর দেখেন যে তার চারপাশে মানুষজন গুলি লেগে পড়ে যাচ্ছেন।

এক তরুণ বড় একটা বন্দুক নিয়ে ভয়ডরহীন হয়ে চতুর্দিকে গুলি করছিল।

দৌড়ে পালাতে গিয়েছিলেন মিস দেবিকা, তখনই তার ডান পায়ে একটা গুলি এসে লাগে। তিনি অজ্ঞান হয়ে যান।

ছয়বার অপারেশনের ধকল সহ্য করে সুস্থ হয়ে মিস দেবিকা বাড়ি ফিরতে পেরেছিলেন ৬৫ দিন পরে।

বছরখানেক পরে তিনি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন ১১ বছর বয়সে।

কিন্তু গোড়ায় তাকে স্কুল ভর্তি নিতে চায়নি।

স্কুল কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা হয়েছিল যে তিনি অন্য ছাত্রছাত্রীদের ‘বিপদ ডেকে আনবেন’, কারণ ততদিনে তিনি যে ‘কাসাবকে সনাক্ত করা মেয়ে’ হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেছেন।

‘দেবিকা রোতাওয়ান ২৬১১’

একটি বিশেষ আদালতে ২০০৯ সালের জুন মাসে কাসাবকে শনাক্ত করার সময়ে তিনি কাসাবের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখিয়েছিলেন।

মিস দেবিকা বলছিলেন, সে আমার দিকে একবার তাকিয়েই মাথা নামিয়ে নিয়েছিল।

এত বছর পরে, এখনও তার জীবনটা সেই ২৬/১১কে ঘিরেই আবর্তিত হয়।

মুম্বাই অনেক এগিয়েছে, কিন্তু সেই হামলার আতঙ্ক দেবিকার জীবনে একটি লম্বা ছায়া ফেলে দিয়েছে।

তাঁর ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটার হ্যাণ্ডেল ‘দেবিকা রোতাওয়ান ২৬/১১’।

ফেসবুকে তিনি নিজেকে ‘মুম্বাই সন্ত্রাসী হামলার সর্বকনিষ্ঠ শিকার’ হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন।

সামাজিক মাধ্যমের পোস্টগুলোর মধ্যে যেমন রাহাত ফতেহ আলি খানের গান চালিয়ে তার জন্মদিন উদযাপন বা সৈকতের পাশে নাচের প্রাণবন্ত রিল রয়েছে, তেমনই এমন সব ছবিও আছে যেখানে দেবিকা রোতাওয়ান সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন বা মুম্বাই হামলায় নিহতদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।

সাহসিকতার জন্য তিনি যে শুধু প্রশংসাই পান, তা নয়। আর্থিক সহায়তাও আসে।

তার বাড়ির দেয়ালে জুড়ে টাঙ্গানো আছে ২৬/১১র সঙ্গে জড়িত নানা ছবি, স্মারক আর প্রশংসাপত্র।

গত বছর মুম্বাই সফরের সময় জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গেও তার ছবি রয়েছে।

ওইসবের পাশেই আছে প্লাস্টিকে মোড়া একটা বড় টেডি, সম্ভবত কোনও এক ফ্যান ক্লাবের দেওয়া উপহার।

তিনি ২৬/১১র হামলায় বেঁচে যাওয়া একজন ভিক্টিম হিসাবে অমিতাভ বচ্চনের ‘কৌন বনেগা ক্রোড়পতি’ আর ইণ্ডিয়ান আইডলের আসরে হাজির হয়েছিলেন।

এসবের বাইরে তো গণমাধ্যম রয়েইছে।

রাহুল গান্ধীর সঙ্গে পদযাত্রায়

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোনও উত্তেজনা তৈরি হলেই গণমাধ্যম তার ‘বাইট’ নিতে চলে আসে।

আমার মন্তব্য নেওয়ার জন্য কখনও সখনও সটান ঘরে ঢুকে পড়ে তারা। মাঝে মাঝে বেশ অস্বস্তিই লাগে আমার, বলছিলেন মিস দেবিকা।

দেবিকা অবশ্য এগুলো উপভোগও করেন।

ইনস্টাগ্রামে তিনি লিখেছেন, ‘আপনি জীবনে যাই করুন না কেন, দিনের শেষে আপনি যেন সুখী হতে পারেন।

ওই সুখের জন্য অবশ্য কঠোর পরিশ্রমও করতে হয় রোতাওয়ান পরিবারকে।

মাস ছয়েক আগে শহরতলির দিকে ‘বস্তি পুনর্বাসন প্রকল্পে’ নির্মিত একটা বাড়ির সাত তলায় ২৭০ বর্গফুটের এক কামরার একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন তারা। মাসিক ১৯ হাজার টাকা ভাড়াটা তাদের পক্ষে বেশ চাপের।

তবে ১৫ বছর আগের ওই সন্ত্রাসী হামলার কারণেই সেলিব্রিটি হয়ে ওঠা মিস দেবিকার খ্যাতিই এখনও সংসারটা টেনে নিয়ে চলে।

তার বাবা মি. নটওয়ারলাল এখনও বেকার।

মিস দেবিকার ২৮ বছর বয়সী ভাই জয়েশ কয়েক মাস আগে অফিস সহকারী হিসেবে একটা চাকরি পেয়েছেন।

২৬/১১র আক্রান্ত হিসাবে মিস দেবিকা আট বছরে দুই দফায় মাত্র ১৩ লক্ষ টাকা সরকারি ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন।

স্কুল শেষ করার পরে, তিনি যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়েছিলেন, যার জন্য তার পড়াশোনাও প্রভাবিত হয়েছিল।

হামলার পরে সরকার যে ঘোষণা করেছিল যে আক্রান্তদের বাড়ি দেওয়া হবে, সেই প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্য মামলা লড়ছেন মিস দেবিকা।

হামলায় বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের সহায়তা করে একটি বেসরকারি ট্রাস্ট। তারাই মিস দেবিকার কলেজের বেতন দেয়।

গত বছর ভারতের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধী তাকে ‘ভারত জোড়ো’ পদযাত্রায় যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

বাবার জন্মস্থান রাজস্থানে গিয়ে ওই পদযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন মিস দেবিকা। সে রাজ্যের কংগ্রেস সরকার তাকে সেখানে একটি ছোট জমি উপহার দিয়েছে।

মিস দেবিকা পরের বছর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক হবেন। আর তার পরেই পুলিশে যোগ দেওয়ার পরীক্ষায় বসতে চান তিনি।

তার কথায়, আমিও গত কয়েক মাস ধরে চাকরি খুঁজছিলাম, কিন্তু পাইনি। এর জন্য বেশ চিন্তায় আছি কারণ মুম্বাই শহরটা থাকার জন্য খুব খরচ সাপেক্ষ হয়ে উঠছে।

২৬/১১র সেই মর্মান্তিক ঘটনার গত ১৫ বছর পরেও মিস দেবিকা আর তাঁর পরিবারটা চলছে বন্ধু, দাতা বা ক্লাবগুলির থেকে পাওয়া সহায়তায়।

তার বাবা মি. নটওয়ারলাল বলছিলেন, ভাষণ দেওয়ার জন্য যখন দেবিকাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়, আমরাও সেখানে যাই ট্রেনে বা বিমানে করে। তারা সার্টিফিকেট দেয়, আবার টাকাও দেয়।

এরকম কয়েকশো জায়গায় গেছি। এভাবেই আমাদের সংসার চলে, বলছিলেন মিস দেবিকার বাবা।

কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে?

‘কাসাবকে সনাক্ত করা মেয়ে’ - এই পরিচয়ে দিন কাটাতে কতটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন মিস দেবিকা?

এই পরিচয়টা তো আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি এটা দূরে সরিয়ে দিতে পারব না, এটাকে সঙ্গে নিয়েই চলতে হবে, তিনি আমাকে বলেছিলেন।তার কথায়, একমাত্র যে পরিচয়টি আমার পছন্দ তা হ'ল একজন পুলিশ অফিসারের পরিচয়, যাতে সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করতে পারি।

তার মুখে হাসি লেগেই থাকে। স্বপ্নগুলোও মরে না।

ইসরায়েল গাজা যুদ্ধটি যে কারণে অন্যসব যুদ্ধ থেকে আলাদা

গাজা ঃ যদি গাজায় চলমান যুদ্ধটি বাকি সব যুদ্ধগুলোর মত হতো তাহলে এতদিনে হয়তো সেখানে অনেক কিছুর ক্ষেত্রে আলাদা চিত্র দেখা যেতো। সম্প্রতি সেখানে যুদ্ধবিরতি হয়েছে। কিন্তু তখন হয়তো বহুদিন আগেই এই যুদ্ধবিরতি হতো।

মৃতদের কবর দেয়া হয়ে যেত এবং ইসরায়েলকে হয়তো জাতিসংঘের সাথে তর্ক করতে হতো যে গাজার পুনর্নির্মাণে ঠিক কী পরিমাণ সিমেন্টের দরকার হবে। কিন্তু এই যুদ্ধটা সেগুলোর মতো নয়। কারণ এখানে যে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চলছে শুধু সেটাই একমাত্র কারণ নয়।

এখানে হত্যাযজ্ঞের শুরুটা করেছিল হামাস গত ৭ই অক্টোবর, বেশিরভাগ ইসরায়েলি বেসামরিক নাগরিকদের উপর। তারপর ইসরায়েল পাল্টা আক্রমণ শুরু করে যাকে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু অভিহিত করেছেন ‘ভয়ংকর প্রতিশোধ’ হিসেবে, সেখানেও বেশিরভাগ ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিক হত্যার শিকার হয়েছেন।

এই যুদ্ধটা অন্যগুলো থেকে ভিন্ন কারণ এটা এমন সময় হচ্ছে যখন মধ্যপ্রাচ্যকে ভাগ করা ফল্ট লাইনে চিড় ধরেছে।

গত দুই দশক ধরে এখানকার ভূরাজনীতির যে উত্তেজনাকর চিত্র, তার একদিকে ইরান এবং তার বন্ধু ও মিত্ররা, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র এবং তার বন্ধু ও মিত্ররা।

ইরানের এই নেটওয়ার্কের মূলে, যেটা কখনো পরিচিত ‘প্রতিরোধের জোট’ হিসেবে, সেই দলে রয়েছে লেবাননের হেজবুল্লাহ, সিরিয়ার আসাদ সরকার, ইয়েমেনের হুতি এবং ইরাকের সশস্ত্র বাহিনী যাদের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে ইরান। ইরানিরা গাজায় হামাস এবং ইসলামিক জিহাদকেও সমর্থন দিয়ে আসছে।

একইসাথে ইরান এখন চীন এবং রাশিয়ারও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। ইউক্রেনে রাশিয়া যে যুদ্ধ পরিচালনা করছে ইরান সেটার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আর চীন ইরানের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ তেল কিনে থাকে।

গাজায় যুদ্ধ যত দীর্ঘ হবে এবং ইসরায়েল যত বেশি ফিলিস্তিনি বেসামরিক লোক হত্যা করবে ও হাজার হাজার বাড়িঘর ধ্বংস করবে, ততই এই দুই মিত্র গোষ্ঠীর কোন কোন সদস্যের মধ্যে সংঘাতের ঝুঁকি তৈরি হবে।

ইসরায়েল আর লেবাননের সীমান্তে ধীরে ধীরে উত্তেজনা দানা বাঁধছে। ইসরায়েল বা হেজবুল্লাহ কোন পক্ষই অবশ্য সরাসরি যুদ্ধ চায় না। কিন্তু যেহেতু দু'পক্ষ থেকেই উত্তজনা ক্রমে বেড়ে চলেছে, তাই সেটা কোন এক সময় অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ার ঝুঁকিটাও তৈরি হয়।

ইয়েমেনের হুতিরা ইসরায়েলের দিকে তাক করে মিসাইল ও ড্রোন হামলা ছুঁড়েছে। সে সবগুলোই অবশ্য প্রতিহত করেছে ইসরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং রেড সি'তে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের নে।বহর।

ইরাকে, ইরান সমর্থিত সশস্ত্র বাহিনী মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা করেছে। যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ায় তাদের কিছু অবস্থান থেকে সরে এসেছে।

যদিও সবপক্ষই উত্তেজনা যাতে খুব বেশি না ছড়ায় সেই চেষ্টা করছে, কিন্তু সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা সবসময়ই কঠিন।

যুক্তরাষ্ট্রের দিকে আছে ইসরায়েল, উপসাগরীয় তেল সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলো, জর্ডান ও মিশর।

যুক্তরাষ্ট্র শুরু থেকেই ইসরায়েলকে জোরালো সমর্থন দিয়ে আসছে, যদিও এটা পরিষ্কার যে ইসরায়েল যে ব্যাপক পরিমাণে ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিক হত্যা করছে সেটা নিয়ে অস্বস্তি আছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনেরও।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন প্রকাশ্যেই বলেছেন যে অনেক বেশি ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিক নিহত হচ্ছে।

উত্তর গাজা থেকে হাজারে হাজার ফিলিস্তিনের পালিয়ে প্রধান সড়ক দিয়ে হেঁটে দক্ষিণে যাওয়ার যে দৃশ্য সেটা অনেককেই ১৯৪৮ সালে আরবদের বিপক্ষে ইসরায়েলের স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়ের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

যে সাত লাখেরও বেশি মানুষ ইসরায়েলি বাহিনীর অস্ত্রের মুখে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে সেটাকে ফিলিস্তিনিরা আল নাকবা বা মহাবিপর্যয়ের সঙ্গেও তুলনা করছে। সেই ১৯৪৮ সালের শরণার্থীদের পরের প্রজন্মের বেশিরভাগই এখন গাজা উপত্যকার বাসিন্দা।

আর কিছু উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, যারা বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সমর্থক, তাদের অনেকের ফিলিস্তিনিদের উপর আরেকটি নাকবা আরোপের মতো ভয়ংকর কথাবার্তা, যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র শিবিরেরই কিছু আরব দেশ বিশেষ করে জর্ডান ও মিশরকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

এমনকি নেতানিয়াহু সরকারের একজন মন্ত্রী তো হামাসকে মোকাবেলা করার জন্য গাজায় পারমাণবিক বোমা ফেলার ইঙ্গিতও দেন। তাকে তিরস্কার করা হলেও বহিষ্কার করা হয়নি।

এসবকে পাগলের আলাপ বলে উড়িয়ে দেয়া যেতে পারে কিন্তু জর্ডান ও মিশরটা বিষয়টা গুরুত্ব সহকারেই নিয়েছে।

সেটা অবশ্য পারমাণবিক বোমার ব্যাপারে না হলেও, যেটা ইসরায়েলের ঘোষিত ও অঘোষিত অনেকই আছে, বরং হাজার হাজার ফিলিস্তিনির তাদের সীমানায় ঢুকে পড়ার শঙ্কা তাদের বেশি।

আর যদি গাজায় যুদ্ধের কথা বলা হয়, তাহলে বিভিন্ন পশ্চিমা দেশের উচ্চপদস্থ কূটনীতিকরা বিবিসিকে বলেছেন, যুদ্ধ এবং তার পরবর্তি পরিস্থিতি মোকাবেলা করা হবে খুবই ‘কঠিন এবং বিশৃঙ্খল’।

একজন বলেছেন যে, একমাত্র রাস্তা হবে ফিলিস্তিনের জন্য একটা রাজনৈতিক দিগন্ত পুনঃনির্মান করা। তিনি মূলত ইসরায়েলের পাশাপাশি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, তথাকথিত ‘টু স্টেট’ সমাধান, যা ব্যর্থ হয়ে এখন শুধু স্লোগানেই টিকে আছে। সেটাকে পুনরুজ্জীবিত করা, ইসরায়েল ও আরবের মধ্য থেকে তাদের জায়গা বের করা খুবই উচ্চভিলাষী পরিকল্পনা এবং একই সাথে সম্ভবত বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ভালো সমাধানও।

কিন্তু বর্তমানে যে বেদনা, ঘৃণা আর শঙ্কার পরিবেশ চলমান সেখানে এই ধারণার প্রয়োগ করা হবে খুবই কঠিন কাজ।

আর বর্তমান ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি যে নেতৃত্ব তাদের অধীনে এটা অসম্ভব।

প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু গাজায় যুদ্ধ সমাপ্তির পর কি হবে সেই পরিকল্পনা এখনো প্রকাশ করেননি।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রস্তাব, সেখানে বর্তমান প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সরকার সমর্থিত একটা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, যাদের হামাস ২০০৭ সালে বিতাড়িত করেছিল, সেটিকে প্রত্যাখান করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশ হল দুই রাষ্ট্রের সমাধান নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া, যেটি নেতানিয়াহু তার পুরো রাজনৈতিক জীবন জুড়ে বিরোধীতা করে এসেছেন।

ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার বিপক্ষে শুধু মি. নেতানিয়াহুই নন।

তিনি যাদের সমর্থনে আবারও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে এসেছেন সেই গোঁড়া ইহুদী জাতীয়তাবাদী যারা তাদের বিশ্বাস, জর্ডান নদী আর ভূমধ্যসাগরের মাঝখানের যে অঞ্চল সেটা পুরোটাই ইহুদীদের জন্য ঈশ্বরের দান এবং তার ইসরায়েলের সীমানার ভেতরেই থাকতে হবে।

ইসরায়েলের ভেতরে অনেকেই ৭ই অক্টোবরের হামলার জন্য নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা ব্যর্থতায় নেতানিয়াহুকে দায়ী করে তার পদত্যাগ চান।

ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের বয়স ৮০ পেরিয়ে গিয়েছে, ভোটারদের কাছেও তার সমর্থন এখন কম, যদিও ২০০৫ সাল থেকে তিনি ব্যালট বাক্স ছাড়াই ক্ষমতায়।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ পশ্চিম তীরে নিরাপত্তার জন্য ইসরায়েলকে সহায়তা করে আসছে কিন্তু তাদের নিজেদের লোকদেরই বসতি স্থাপনকারী অস্ত্রধারী ইহুদীদের থেকে রক্ষায় ব্যর্থ।

একসময় নেতৃত্বের বদল ঘটবে। কিন্তু যদি গাজার এই মর্মান্তিক যুদ্ধ ইসরায়েল, ফিলিস্তিন ও তাদের শক্তিশালী বন্ধুদের শান্তি স্থাপনে বাধ্য না করে, তাহলে ভবিষ্যতে আরো যুদ্ধই অপেক্ষা করছে।